

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী



৫ পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের নজরে সুজিত বসুর 'শ্যালক'

বাংলার নগর উন্নয়নের ভাবনা তুলে ধরলেন মন্ত্রী উমেশ রাই ৫

কলকাতা ২৬ নভেম্বর ২০২৬ ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ১৬৪ সংখ্যা ১০ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.11.2026, Vol. 20 Issue No. 164, 10 Pages, Price 3.00

শহরের কাপড়ের গোডাউনে অগ্নিকাণ্ড



বুধবার মল্লিকবাজারের কাছে কাপড়ের গুদামে আগুন লাগার পর বহুতল থেকে বেরিয়ে আসছে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া। ছবি: অদিতি সাহা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল কলকাতায়। বুধবার সকালে এজেসি বোস রোডে পার্ক স্ট্রিট ও মল্লিকবাজারের কাছে একটি বহুতলের তিনতলায় কাপড়ের গোডাউনে আগুন লাগে। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ায় গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলের ছ'টি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বহুতলের তিনতলায় থাকা গোডাউন থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নেভানোর কাজে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে দমকলকর্মীদের। আগুন যাতে আশপাশের অংশে ছড়িয়ে না পড়ে, সে দিকে বিশেষ নজর রাখছে দমকল বাহিনী। এছাড়াও বহুতলের বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তাঁদের বাইরে বের করে আনার উদ্যোগ নেয় দমকল ও পুলিশ। অগ্নিকাণ্ডের জেরে আতঙ্কিত হয়ে অনেকেই বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে আগুনের উৎস বা কী কারণে গোডাউনে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনে আরও ইঞ্জিন আনা হতে পারে বলে দমকল সূত্রে জানা যাচ্ছে।

শহরে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফের অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গত বৃহস্পতিবার ভোরে পাম অ্যাভিনিউয়ের একটি বস্তিতে আগুন লেগেছিল। প্রথমে একটি গুদামে আগুন লাগে। সেখান থেকে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের ঘরগুলিতে। দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হওয়া পকেট ফায়ারও নেভানো হয়। গুদামের পাশে বস্তি থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই ঘটনায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যায়। তবে সেখানেও প্রাণহানির খবর মেলেনি। আবার এর আগে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি ধাবাতেও আগুন লাগে। সেই খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মেট্রো স্টেশনের একেবারে কাছে ঘটনা ঘটায় পুলিশ, দমকলের পাশাপাশি সতর্ক ছিল মেট্রো কর্তৃপক্ষও। এক সপ্তাহের মধ্যে শহরের একাধিক জায়গায় আগুন লাগার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে ঘিঞ্জি এলাকায় গুদাম ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর অবস্থায় আছে, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে শহরবাসীদের মনে।

অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তপসিলে অন্তর্ভুক্তি, সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে একগুচ্ছ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপসিলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি ফের সামনে আনলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের জমি হারানোর জন্য সরাসরি সিপিএমের ভূমিসংস্কার নীতিকে দায়ী করে রাজনৈতিক আক্রমণও শানালেন তিনি। বুধবার কোচবিহারে রাসমেলা উপলক্ষে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে উন্নয়ন, ভাষা, সংস্কৃতি, পরিকাঠামো ও সীমান্ত নিরাপত্তা;সব ক্ষেত্রেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করা বাংলাদেশিদের বের করে দিতে হবে অবিলম্বে। পুলিশ সুপারকে এমনই নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'এসপি শুনে রাখুন। অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী খুঁজে তাড়ান। যে পথ দিয়ে এসেছে, সেই পথ দিয়ে বের করে দিন।' হিন্দু শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে হবে বলেও নির্দেশ দেন তিনি।

রাসমেলার উদ্বোধনের আগে কোচবিহারের ল্যান্সডাউন হলে রাজবংশী সমাজের প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে ১৩১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন বলে জানান তিনি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজবংশী সমাজের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল তাঁদের ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা। সেই দাবির বিষয়টি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।



বুধবার কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সকলের উদ্দেশ্যে আরতির তাপ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত ১৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে বৈঠকে তিনি ও রাজ্যের মুখ্যসচিব এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজবংশী ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্র উদ্যোগ নেবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের জমি হারানোর প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভূমিসংস্কারের নামে তৎকালীন সিপিএম সরকার আদি বাসিন্দাদের জমি কেড়ে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক অন্যায়ের ফল এখনও ভোগ করতে হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। যদিও অতীতের সেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলানো সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করে বলেন, বর্তমান সরকার যা সম্ভব, তা করবে।

শুধু ভাষা নয়, রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণেও একাধিক পদক্ষেপের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজবংশী সমাজের ২৯টি প্রাচীন আস্থাকেন্দ্রকে হেরিটেজ হিসেবে সংরক্ষণ, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন, লোকশিল্পীদের আর্থিক সহায়তা এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের বিষয়গুলি বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

কোচবিহারের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়েও একগুচ্ছ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, উত্তরবঙ্গের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে কোচবিহারকে। উড়ান প্রকল্পের আওতায় বিমানবন্দরের কাজ সম্পূর্ণ করা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং জেলার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দেবে। অনুপ্রবেশের প্রশ্নেও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দুদের শরণার্থী হিসেবেই দেখা হবে বলে তাঁর বক্তব্য।

এ দিন খাগড়াবাড়িতে ২০২৫ সালে তাঁর কনভয়ের উপর হামলার প্রসঙ্গও টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'অনেক সহ্য করেছি। উন্নয়ন হবে, হিসেবও হবে।' তাঁর এই মন্তব্যকে রাজনৈতিক মহল বিরোধীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা হিসেবেই দেখছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি, আর্থিক নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বর্তমান সরকার অতীতের যে কোনও সরকারের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, বামফ্রন্ট বা তৃণমূল;কোনও সরকারই রাজবংশী সমাজকে মন্ত্রিসভায় সেই গুরুত্ব দেয়নি, যা বর্তমান সরকার দিয়েছে।

রাজবাড়িতে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ, মদনমোহন মন্দিরে পুজো এবং রাসমেলার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দিনভর কোচবিহারে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গে উন্নয়ন এবং রাজবংশী সমাজের দীর্ঘদিনের দাবিগুলিকে সামনে রেখেই এ দিনের সফর থেকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক; দুই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন তিনি।

পুর ভোট পিছতে ইচ্ছুক নয় সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার ভোট অহেতুক পিছিয়ে দিতে ইচ্ছুক নয় সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে শীর্ষ আদালত দ্রুততার সঙ্গে এই বিষয়ের নিষ্পত্তি চায়। কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলার শুনানি আগামী সোমবার পর্যন্ত স্থগিত রেখে মামলাটি পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ফেরত পাঠানোর ইঙ্গিত দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এদিনের শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি স্পষ্ট ভাষায় জানান, আদালত অহেতুক নির্বাচন পিছিয়ে দিতে চায় না। একই সুরে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তও জানান, তাঁরা দ্রুততার সঙ্গে বিষয়টির নিষ্পত্তি চাইছেন। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ এই মামলার পূর্ববর্তী নির্দেশে কিছু তথ্যগত এবং আইনি দিক বিবেচনার মধ্যে আনেনি বলে মনে হয়েছে। তাই সেই দিকগুলি খতিয়ে দেখে কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের পরিবর্তে ডিভিশন বেঞ্চই নতুন করে এবং দ্রুততার সঙ্গে মামলাটির শুনানি করতে পারে বলে প্রস্তাব দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

বুধবারের শুনানিতে রাজ্য সরকারের তরফে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা। মামলাটি হাইকোর্টে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের অবস্থান কী, তা আগামী সোমবারের মধ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে আদালতকে জানাতে বলেছেন প্রধান বিচারপতি। অন্যদিকে, মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী মনু সিংভিও জানিয়েছেন যে তাঁরাও সোমবার প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে আদালতে নিজেদের বক্তব্য জানাবেন।

প্রসঙ্গত, গত ৮ জুন কলকাতা কর্পোরেশনের বোর্ড ভেঙে দেওয়ার পর থেকে পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। গত ২৩ নভেম্বরের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯ করার সিদ্ধান্তের আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। নির্বাচিত বোর্ড না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে পুরনিগমের সুপারিশ দেখিয়ে রাজ্যের নগর উন্নয়ন দপ্তর ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের সিদ্ধান্ত নিল, তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। তবে পুর নির্বাচন যাতে অকারণে বিলম্বিত না হয়, সেই লক্ষ্যেই এবার দ্রুত আইনি জট কাটানোর ইঙ্গিত দিল শীর্ষ আদালত। আগামী সোমবার রাজ্য ও মামলাকারীদের বক্তব্য শোনার পর সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত নির্দেশের দিকেই নজর রয়েছে সব পক্ষের।

বেজিংয়ের আস্ফালন কমাতে মালদ্বীপে বড় বার্তা ডোভালের



নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর: ভারত মহাসাগরে ক্রমশ নিজেদের জাল বিস্তার করছে চিন। যার জেরে কিছুটা অস্বস্তিতে দিল্লি। এই আবহে অষ্টম কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে (সিএসসি) যোগ দিতে মালদ্বীপে গিয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। সেই মঞ্চ থেকে নাম করে বেজিংয়ের আস্ফালন কমাতে বার্তা দিলেন ডোভাল। জানালেন, ভারত মহাসাগরকে দেশগুলির মধ্যে বিভাজন নয়, বরং সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হতে হবে।

বুধবার সিএসসি-র মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে ডোভাল বলেন, 'ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপকূলবর্তী রাষ্ট্র হিসাবে আমরা একটি অভিন্ন সামুদ্রিক পরিসর ভাগ করে নিই। দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা আমাদের সভ্যতার ঐতিহ্য আমাদের একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।' তিনি বলেন, 'মালদ্বীপের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা যেমনটি উল্লেখ করেছেন, আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম আমাদের জন্য এমন এক ঐতিহ্য রেখে গিয়েছে, যেখানে সমুদ্র আমাদের সংযুক্ত করেছে। আসুন, আমরাও আমাদের উত্তরসূরিদের জন্য এমন একটি ঐতিহ্য রেখে যাই, যা তাদের বিভক্ত না করে বরং সমুদ্রের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে আবদ্ধ রাখবে।' একইসঙ্গে সামুদ্রিক নিরাপত্তা, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, ডোভালের এহেন মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে দীর্ঘদিন ধরেই তৎপর চিন। যার জেরে উদ্বেগে নয়াদিল্লি। বিশেষত, এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে চিনের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত উপস্থিতি ভারতের নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলেছে। সেই প্রেক্ষাপটে প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, তথ্য আদানপ্রদান এবং যৌথ নিরাপত্তা সহযোগিতার উপরে জোর দিলেন ডোভাল।

শান্তিনিকেতনের পর আসানসোল

পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পলাতক কুখ্যাত প্রতাপ

মৈনাক মুখোপাধ্যায় ● আসানসোল

অভিযুক্তকে ধরতে গিয়েছিল পুলিশ। তাদের লক্ষ্য করে সেই অভিযুক্ত গুলি চালিয়ে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। আসানসোলের হিরাপুর থানার অন্তর্গত ইসমাইলের ঘটনা। ইতিমধ্যেই আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ ও হিরাপুর থানার পুলিশ প্রতাপ দাস নামে ওই অভিযুক্তের খোঁজে যৌথ অভিযান চালাচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের ছোড়া গুলিতে কেউ আহত হননি। দিন কয়েক আগে শান্তিনিকেতনে এক অভিযুক্তকে ধরতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন এক কনস্টেবল। পরে পুলিশের এনকাউন্টারে প্রাণ যায় সেই অভিযুক্তের। এ বার আসানসোলে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার অভিযোগ উঠল।

অভিযোগ, বুধবার আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ পুরনো সাইবার অপরাধ ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত প্রতাপ দাস ওরফে প্যাও-এর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে আসে। পুলিশ প্রতাপের বাড়ি আসামাত্রই পুলিশকে লক্ষ্য করে একাধিক রাউন্ড গুলি চালিয়ে বাড়ির পিছনের জঙ্গল দিয়ে গা ঢাকা দেয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর এদিন প্রতাপ এই বাড়িতে আসে। গোপন খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে বুঝতে পেরে প্রতাপ বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় বলে খবর। তবে



পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পলাতক প্রতাপের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

কেউ হতাহত হয়নি। প্রতাপ, আসানসোলের ব্যস্ততম রাস্তা এসবি গড়াই রোডে একাধিক সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত বিদেশি মদের দোকানে লুঠ, বারাবনি বিধানসভার অন্তর্গত সালানপুরের পেট্রোল পাম্পে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পাম্প কর্মীদের ভয় দেখানোর ঘটনা ছাড়াও পাশের জেলায় রাজনৈতিক নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত প্রতাপের স্ত্রীর বক্তব্য, পুলিশ বিনা কারণে বেশ কয়েকদিন ধরে তাদের বাড়িতে হানা দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রতাপের বিরুদ্ধে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি।

বাংলা সিনেমার প্রদর্শনে নির্দেশিকা জারি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রত্যেকটি সিনেমা হলে প্রাইম টাইমে অর্থাৎ বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে প্রতিদিন অন্তত একটি বাংলা ছবি দেখাতেই হবে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বুধবার এই মর্মে আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।

নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে কোন সময়ে বাংলা ছবি দেখানো হবে, তা হল কর্তৃপক্ষ নিজেদের সুবিধামতো নির্ধারণ করতে পারবে। তবে ওই সময়সীমার মধ্যে প্রতিদিন অন্তত একটি বাংলা ছবি প্রদর্শন করতেই হবে। নিয়ম কার্যকর হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের। কলকাতার ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব পালন করবেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার। নির্দেশ অমান্য করলে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল-সহ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে।

একই সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রদর্শন, পরিবেশন ও শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে সুপারিশ করার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিতে রয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রতিনিধিত্বকারী চার জন বিধায়ক, পরিচালক, প্রযোজক, প্রদর্শক ও পরিবেশক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি পুলিশ ও কলকাতা পুরসভার প্রতিনিধিরাও থাকবেন।

চলতি সপ্তাহের শেষে জাঁকিয়ে শীত বঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার থেকেই রাজ্যের আবহাওয়ায় শীতের প্রভাব আরও স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। আগামী শুক্রবারের মধ্যে কলকাতা-সহ রাজ্যের সব জেলাতেই রাতের তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, সপ্তাহের শেষে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে আসতে পারে ১৮ ডিগ্রিতে। একইভাবে পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রার পারদ নামতে পারে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যদিও এখন আর বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই। বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আকাশ পরিষ্কার থাকবে। উত্তরবঙ্গেও এখন বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। দুই বঙ্গেই আবহাওয়া আপাতত শুকনো থাকবে, তবে ভোরের দিকে কুয়াশা থাকবে বিভিন্ন এলাকায়। তবে রাতের তাপমাত্রা কমলেও দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে বলেই জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস।

এই প্রসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মঙ্গলবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে রাজ্যের সর্বত্রই তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি কমার সম্ভাবনা আছে। কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। ফলে পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীতের অনুভূতি তুলনায় বেশি থাকবে। যদিও মঙ্গলবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৪ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.২ ডিগ্রি, স্বাভাবিকের তুলনায় ৩.৯ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৬ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৬৪ শতাংশ ছিল। বুধবার কলকাতার আকাশ মূলত পরিষ্কার ছিল। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির আশপাশে ছিল।

এদিকে, উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ, অসম এবং কেরলেও ঘূর্ণাবর্তের অবস্থান আছে। তবে এর জেরে আপাতত রাজ্যে বৃষ্টির কোনও আশঙ্কা দেখছে না হাওয়া অফিস।

গত কয়েক দিন ধরেই রাজ্যে ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পর ঠান্ডার অনুভূতি বাড়ছিল। তার সঙ্গে ভোরের কুয়াশাও বেড়েছে। আগামী কয়েক দিনে রাতের তাপমাত্রা আরও নামলে শীতের আমেজ যে আরও বাড়বে, সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস।

মমতা এবং ঋতব্রত তৃণমূলকে দিল্লিতে তলব কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর: আগামী ২৭ নভেম্বর মমতা এবং ঋতব্রত তৃণমূল (গণতান্ত্রিক তৃণমূল)-কে ডেকে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ওই দিন বিকেল ৪টেয় তাদের শুনানি হবে বলে খবর। এর আগে বিধানসভা ভোটের পর আড়াআড়ি ভাবে বিভক্ত তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী নিজেদের যুক্তি জানিয়ে নথি জমা দিয়েছিল কমিশনকে। এ বার শুনানির পর্ব।

তৃণমূল কংগ্রেসের স্বত্ত্ব ও প্রতীক নিয়ে বিবাদ চলছে। এর আগের শুনানিতে দু'পক্ষের নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে যৌথ নোটিস পাঠিয়েছিল কমিশন। তাতে জানানো হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশের প্রেক্ষিতে



শুনানি স্থগিত রাখা হচ্ছে। তার পর গত ৫ নভেম্বরের মধ্যে গণতান্ত্রিক তৃণমূল এবং ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত মমতা তৃণমূল নিজেদের নথি জমা দেয় কমিশনে। তবে সেই নিয়েও একই রাজনৈতিক দলের দুই গোষ্ঠীর লড়াই থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, তিন মাসের মধ্যে ঘাসফুল প্রতীকের মালিকানা সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করতে হবে কমিশনকে। চার সপ্তাহের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের দুই শিবিরের সদস্যদের হলফনামা ও অতিরিক্ত নথি নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তার আগে সাংগঠনিক স্তরে কার কত সমর্থন আছে, তা হলফনামা আকারে জমা দিতে বলা হয়েছিল কমিশনকে।

পুলিশের সামনেই কাউন্সিলরকে মারধর, বিবস্ত্র করে এলাকায় ঘোরানোর অভিযোগ

রাজ্য পুলিশের কাছে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশের উপস্থিতিতেই এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে মারধর এবং বিবস্ত্র করে এলাকায় ঘোরানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের এই ঘটনায় বুধবার রাজ্য পুলিশের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চাইলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। এই ঘটনায় তদন্তের অগ্রগতি, এখনও পর্যন্ত কতজন গ্রেফতার হয়েছেন, সেই তথ্যও আদালতে জমা দিতে বলা হয়। পাশাপাশি এদিন মামলাকারী ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

এই মামলার আবেদন অনুযায়ী, গত ২৫ অগস্ট রাতে বিষ্ণুপুরের তৃণমূল কাউন্সিলর জ্ঞানানন্দ সামন্তের উপর হামলা চালায় স্থানীয় কয়েকজন দুষ্কৃতী। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে মারধর করার পর বিবস্ত্র করে এলাকার রাস্তায় ঘোরানো হয়। গোটা ঘটনা যখন ঘটছিল, তখন ঘটনাস্থলে পুলিশকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি মামলাকারীর। এই হামলায় গুরুতর আহত হন জ্ঞানানন্দ। প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলেও পরে তাঁর



শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে পরে বিএমআরআই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই ঘটনার পর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন জ্ঞানানন্দ। তাঁর স্ত্রী লিপিকা সামন্তও বিষ্ণুপুর থানায় ই-মেল করে এফআইআর দায়েরের আবেদন জানান। একই সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা চেয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন করেন তিনি। বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলাটি উঠলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট থানার আইসি-র কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়। বিচারপতির নির্দেশ, কী পরিস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটল, তদন্ত কতদূর এগিয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা বিস্তারিত রিপোর্ট চায় আদালত। এছাড়াও অভিযোগের বিষয়টিকে 'গুরুতর' বলেই বিবেচনা করছে আদালত। ২৬-এর নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যে রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশি আচরণ নিয়েও এর আগে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। সেক্ষেত্রে অভিযুক্তদের কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানোর মতো ঘটনার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়। সেই প্রেক্ষিতে পুলিশকে এমন আচরণ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তবে বিষ্ণুপুরের এই মামলায় অভিযোগের ধরন এবং পুলিশের সামনেই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে যে দাবি করা হয়েছে, তা নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এখন আদালত নির্দেশ দেওয়ার পর এই তদন্তের গতিপ্রকৃতি এবং পুলিশের রিপোর্ট কি হবে, এই অভিযোগের সত্যতা, হামলায় কারা জড়িত এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশকর্মীদের ভূমিকা কী ছিল, রিপোর্টেই তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা চাইল হাইকোর্ট।

নতুন বছরেই চালু 'ভরসা', শিক্ষিত বেকারদের মাসে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের শিক্ষিত অথচ কর্মহীন যুবক-যুবতীদের আর্থিক সুরক্ষা দিতে নতুন বছরের শুরু থেকেই চালু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন প্রকল্প 'ভরসা'। বুধবার নবান্নের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১ জানুয়ারি, ২০২৭ থেকে রাজ্যজুড়ে কার্যকর হবে এই প্রকল্প। গত ২৩ নভেম্বর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন পাওয়ার পর এদিন প্রকল্পের বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে উপভোক্তাদের দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। স্নাতক এবং সরকারি আইটিআই থেকে ভোকেশনাল সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত বা অধ্যয়নরত শিক্ষিত বেকারদের মাসে ২,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। অন্য দিকে, মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নন-গ্র্যাজুয়েট ও আন্ডারগ্র্যাজুয়েট আবেদনকারীরা মাসে ১,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন।

প্রশাসন জানিয়েছে, সমস্ত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করলে একজন উপভোক্তা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন। উপভোক্তার নিজের নামে থাকা আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানো হবে। কোনও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা থাকবে না। প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি অনুযায়ী বয়স ২১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। আবেদনকারী কোনও সরকারি বা বেসরকারি চাকরিতে কর্মরত থাকতে পারবেন না। স্বনিযুক্ত ব্যক্তিরাও এই প্রকল্পের আওতার বাইরে থাকবেন। একটি পরিবার থেকে সর্বাধিক দু'জন আবেদন করতে পারবেন। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, অন্নপূর্ণা যোজনা বা রাজ্য সরকারের অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা 'ভরসা'র আওতায় আসবেন না। তবে 'মানবিক পেনশন'-সহ দিব্যাঙ্গদের জন্য চালু বিশেষ পেনশন প্রকল্পের উপভোক্তারা এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন। যোগ্যতা নির্ধারণে ভোটার তালিকা ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত কিছু বিশেষ শর্তও রাখা হয়েছে। এসআইআর ২০২৬-এর পর প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকা আবেদনকারীরা এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পাশাপাশি, যাঁদের মামলা এসআইআর অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন অথবা সিএএ-র অধীনে আবেদন বিবেচনাধীন, তাঁরাও যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। প্রশাসনের দাবি, প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিটি আবেদন সরেজমিনে যাচাই করা হবে। নির্ধারিত সরকারি আধিকারিকেরা আবেদনকারীর তথ্য পরীক্ষা করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করবেন। 'আপনার সরকার আপনার পাশে' কর্মসূচির মাধ্যমে জমা পড়া আবেদনগুলিও এই প্রকল্পের তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও আবেদনকারী ভুল তথ্য দিয়ে ভাতা গ্রহণ করলে অথবা পরে চাকরি পেয়ে যোগ্যতার শর্ত হারালে তাঁর আর্থিক সহায়তা বন্ধ বা স্থগিত করা হবে। তবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিজের বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া হবে। রাজ্য প্রশাসনের মতে, শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের প্রস্তুতির সময়ে ন্যূনতম আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। নতুন বছরের শুরুতেই 'ভরসা' চালু হলে রাজ্যের বিপুল সংখ্যক কর্মপ্রত্যাশী যুবক-যুবতী এর সুফল পাবেন বলেই আশা প্রশাসনের।

সাবওয়ে নির্মাণের জন্য শনিবার বাতিল ১৪টি লোকাল, ৫ ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে দুটি ইন্টারসিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার ২৮ নভেম্বর ট্রেনে যাতায়াতের পরিকল্পনা থাকলে আগেভাগেই সময়সূচি দেখে নেওয়া প্রয়োজন। হাওড়া বিভাগে রেললাইনের নীচে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে তৈরির কাজের জন্য টানা ছয় ঘণ্টা ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এর জেরে বাতিল থাকবে ১৪টি লোকাল ট্রেন। পাশাপাশি মালদা টাউন ও হাওড়ার মধ্যে চলাচলকারী দুটি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের যাত্রার সময়ও পাঁচ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখার কাটোয়া ও দাঁইহাট স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় এই নির্মাণকাজ হবে। বর্তমানে থাকা লেভেল ক্রসিংয়ের পরিবর্তে তৈরি করা হবে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে। সেই কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য কাটোয়া-পাটুলি শাখার আপ ও ডাউন, দুই লাইনেই পাওয়ার ও ট্র্যাফিক ব্লক নেওয়া হবে। ওই দিন সকাল ৯টা ২০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টে ২০ মিনিট পর্যন্ত এই ব্লক কার্যকর থাকবে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে। এই কাজের কারণে হাওড়া-কাটোয়া, ব্যান্ডেল-কাটোয়া এবং শিয়ালদহ-কাটোয়া রুটের একাধিক লোকাল বাতিল করা হয়েছে। বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকায় আছে ৩৭৯১৩, ৩৭৯১৫ ও ৩৭৯১৭ নম্বর হাওড়া-কাটোয়া লোকাল। ব্যান্ডেল-কাটোয়া রুটে চলবে না ৩৭৭৪৭, ৩৭৭৪৯ ও ৩৭৭৫১ নম্বর লোকাল। এছাড়াও শিয়ালদহ-কাটোয়া শাখায় বাতিল ৩১১১১ নম্বর ট্রেন। পাশাপাশি ফেরার পথেও একই প্রভাব পড়বে। ৩৭৯২২, ৩৭৯২৪ ও ৩৭৯২৬ নম্বর কাটোয়া-হাওড়া লোকাল, ৩৭৭৪৪, ৩৭৭৪৬ ও ৩৭৭৪৮ নম্বর কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল এবং ৩১১১২ নম্বর কাটোয়া-শিয়ালদহ লোকাল বাতিল করা হয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে শুধু লোকাল ট্রেন নয়, দূরপাল্লার যাত্রীদেরও সময়ের পরিবর্তন মাথায় রাখতে হবে। পূর্ব রেলের সূচি অনুযায়ী, ২৮ নভেম্বর ১৩৪৬৬ নম্বর মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং ১৩৪৬৫ নম্বর হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস পাঁচ ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে। এছাড়া আজিমগঞ্জ হয়ে চলাচলকারী মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি নির্ধারিত সময়ের পরিবর্তে সকাল ১১টা ৫ মিনিটে মালদা টাউন থেকে যাত্রা শুরু করবে। অন্য দিকে, হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি সন্ধ্যা ৭টায় হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়বে। সাবওয়ে নির্মাণের কাজ শেষ করতে এই সাময়িক ট্রেন নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। তাই শনিবার কাটোয়া ও সংলগ্ন এলাকার যাত্রীদের পাশাপাশি দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রীদেরও স্টেশনে যাওয়ার আগে সংশোধিত সময়সূচি দেখে যাত্রা করতে পূর্ব রেল অনুরোধ জানিয়েছে।

৫ কোটি টাকা উদ্ধারের তদন্তে নতুন প্রশ্ন, সিআইডির তলবেও ভবানী ভবনে হাজির হলেন না টুলু মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভুয়ো ডিসিআর তৈরি করে রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ এবং নিউটাউনে ৫ কোটি টাকা উদ্ধার হওয়ার ঘটনার তদন্তে টুলু মণ্ডলকে ঘিরে ক্রমশ বাড়ছে সন্দেহ। আগের জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর দেওয়া তথ্যের সঙ্গে তদন্তে পাওয়া নথির একাধিক অমিল সামনে এসেছে বলে দাবি করছেন গোয়েন্দারা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার ফের তাঁকে ভবানী ভবনে তলব করে সিআইডি। কিন্তু নির্ধারিত দিনে হাজিরা দিলেন না টুলু। কবে তিনি তদন্তকারীদের মুখোমুখি হবেন, তা নিয়েও এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য গোয়েন্দাদের কাছেও নেই। যদিও সিআইডি সূত্রের খবর, অবৈধ কারবারের টাকা কোথা থেকে আসত, কোন পথে সেই টাকা লেনদেন হত এবং শেষ পর্যন্ত কারা তার সুবিধা পেতেন, তা জানতেই টুলুকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা করছিলো সিআইডি। এর আগে একাধিকবার তাঁকে প্রশ্ন করে তদন্তকারীরা যে তথ্য পেয়েছেন, তার সঙ্গে নতুন করে পাওয়া তথ্যের



মিল খুঁজে পাচ্ছেন না। বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের পরিচয় ও তাঁদের ভূমিকা নিয়ে টুলুর বক্তব্যে অসঙ্গতি আছে বলে অভিযোগ ওঠে। এইক্ষেত্রে তদন্তকারীদের হাতে আগে থেকেই এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করা কয়েকজন ব্যবসায়ীর তালিকা ছিল। কিন্তু টুলু মণ্ডল জিজ্ঞাসাবাদের সময় যে ব্যবসায়ীদের নাম জানান, তার সঙ্গে গোয়েন্দাদের কাছে থাকা তালিকার মিল পাওয়া যায়নি। ফলে কারবারের প্রকৃত অংশীদার এবং আর্থিক লেনদেনের পিছনে থাকা ব্যক্তিদের পরিচয় নিয়ে নতুন করে খোঁজ শুরু হয়েছে। তবে ভুয়ো ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট বা ডিসিআর তৈরি করে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগের সঙ্গে নিউটাউনে ৫ কোটি টাকা উদ্ধার হওয়ার ঘটনার যোগসূত্র আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে সিআইডি। এক্ষেত্রে তদন্তকারীদের অনুমান, এই বেআইনি কারবারের পরিধি আরও বড় হতে পারে। তবে টাকা লেনদেনের সঙ্গে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি কিংবা মধ্যস্থতাকারী যুক্ত ছিলেন কি না, তারও সন্ধান চলছে। যদিও বুধবার টুলুর অনুপস্থিতি নিয়ে রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক জানান, কবে তিনি ভবানী ভবনে আসবেন, এখনও জানা যায়নি। ফলে তাঁকে আবার কবে তলব করা হবে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। যদিও তদন্তের পরবর্তী ধাপে টুলুর আগের বয়ান এবং পাওয়া নথির মধ্যে অসঙ্গতি দূর করতে ফের নোটিস পাঠানো হতে পারে বলে ভবানী ভবন সূত্রে খবর।



সচেতনতা অভিযানের অংশ হিসেবে বিনা হেলমেটে যাতায়াত করা চালকদের হেলমেট উপহার দিল কলকাতা পুলিশ। ছবি- অদিতি সাহা

কানাড়া ব্যাঙ্কের ১৭৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন



কলকাতা: 'তিথি ভোজন' শীর্ষক একটি অর্থবহ সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে কানাড়া ব্যাঙ্কের ১৭৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল কলকাতা সার্কেল অফিস। ১৯ নভেম্বর এই উদ্যোগের অধীনে একদিনে ৬ হাজার স্কুলপড়ুয়াকে পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরনিগমের কমিশনার স্মিতা পান্ডে, পিএম পোষণের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর পারমিতা রায় এবং কলকাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান উদয় ব্যানার্জি। তিথি ভোজনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন কানাড়া ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা আম্মেম্বল সুর্বারাও পাই-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের প্রতিফলন, যাঁর সেবা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রগতির ঐতিহ্য আজও কানাড়া ব্যাঙ্কের প্রতিটি কর্মীকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

নরঘাট-সহ চারটি সেতুর শিলান্যাস করতে আজ কোলাঘাটে নীতিন গড়করি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোলাঘাট: রাজ্যের সড়ক ও সেতু পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে আরও একগুচ্ছ প্রকল্পের কাজ শুরু হতে চলেছে। আজ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি নিজে উপস্থিতি থেকে নরঘাট-সহ জেলার চারটি বড় সেতু এবং একাধিক রাস্তা নির্মাণের প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ রাজ্য সরকারের একাধিক মন্ত্রী। এই কর্মসূচিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। এই প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির মধ্যে বিশেষ নজর কাড়া প্রকল্প নরঘাটের নতুন সেতু নির্মাণ। এই সেতু তৈরিতে খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা। দীর্ঘদিন ধরেই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে এই সেতু নতুন গতি আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। চারটি সেতুর পাশাপাশি একাধিক রাস্তার কাজও এই কর্মসূচির আওতায় থাকবে। আজকের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ওই এলাকার মানুষের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ আছে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি বামদেব গুছাইত জানান, আজকের সভায় প্রায় ৫০ হাজার মানুষের উপস্থিতি থাকতে পারে। সেই কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যদিও এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বুধবার প্রশাসনিক স্তরে পর্যালোচনা বৈঠকও করা হয়। এই প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা জানান, এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যদিও রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা আগেই বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য ছিল, বর্ষার আগে রাস্তার মেরামতির কাজ সাময়িকভাবে করা হয়েছিল। বর্ষা শেষ হওয়ায় আগামী ছ'মাস রাস্তা তৈরির কাজে আরও বেশি করে জোর দেওয়া হবে। পাশাপাশি নতুন সেতু নির্মাণের পরিকল্পনাও করছে রাজ্য সরকার। তবে এক পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য অর্থের সংস্থান নিয়েও কেন্দ্রীয় ও আর্থিক সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে রাজ্য। নবান্ন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই নাবার্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করা হয়েছে। এই পরিকাঠামো উন্নয়ন করার কাজে অর্থসাহায্যের আশ্বাসও পাওয়া গেছে বলেই প্রশাসনিক সূত্রের খবর। ফলে কোলাঘাটে আজকের কর্মসূচি শুধু কয়েকটি প্রকল্পর শিলান্যাস করার অনুষ্ঠান নয়, ওই এলাকা সহ কলকাতা-দীঘা রুটে রাজ্যের সড়ক ও সেতু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে এই নতুন উদ্যোগকে সূচক হিসেবেও দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শিয়ালদহের কোলে মার্কেটে ঘুরে দেখলেন 'ইবি'-আধিকারিকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: রাজ্যের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া বার্তার পরেই সক্রিয় হল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ইবি)। বুধবার সকালে শিয়ালদহের কোলে মার্কেটে পৌঁছে পাইকারি ও খুচরো বাজারের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন ইবির আধিকারিকেরা। পেঁয়াজ, রসুন-সহ বিভিন্ন পণ্যের দর যাচাই করার পাশাপাশি ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। কোথা থেকে দাম বাড়ছে, তার কারণ খুঁজে বের করাই ছিল এই অভিযানের প্রধান লক্ষ্য। এদিন বাজার ঘুরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে আধিকারিকেরা জানতে পারেন, গত ১০ দিনে একাধিক পণ্যের দাম বেড়েছে। তবে এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে নির্দিষ্ট কোনও কারণ দেখাতে পারেননি বিক্রেতারা। পাইকারি বাজারের পাশাপাশি খুচরো দোকানেও যান ইবির প্রতিনিধিরা। দুই বাজারের দামের মধ্যে কতটা পার্থক্য রয়েছে, তা-ও খতিয়ে দেখেন তাঁরা। এইক্ষেত্রে পাইকারি ব্যবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য, শুধু বাজার পরিদর্শন করে দাম কমানো সম্ভব নয়। কেন পণ্যের দাম বাড়ছে, সেই কারণ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, বাজারে কোনও অসাধু চক্র পণ্য মজুত করে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করছে কি না, তাও খতিয়ে দেখার কথা জানান ইবির আধিকারিকেরা। মঙ্গলবার নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক থেকে রাজ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদর নিয়ে আধিকারিকদের কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে তিনি বিশেষভাবে উদ্বেগ জানান। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, যে কোনও উপায়ে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে বাজারদর। যদিও নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, কয়েক দিন আগেও পাইকারি বাজারে কেজি প্রতি ৫০ থেকে ৫৫ টাকায় বিক্রি হওয়া চিনি এখন ৬৫ টাকায় পৌঁছেছে। সর্ষের তেলের দামেও বড় ফারাক দেখা যাচ্ছে। যে তেল লিটার প্রতি ১৫০ টাকায় পাওয়া যেত, খোলা বাজারে তার দাম বেড়ে হয়েছে ২১০ থেকে ২৩০ টাকা। আলু ও বিভিন্ন শাকসবজির দামও বেড়েছে। তাই কেন অল্প সময়ের মধ্যে একাধিক পণ্যের দাম এ ভাবে বেড়ে গেল, তার উত্তর খুঁজতেই এবার বাজারে নজরদারি বাড়াচ্ছে প্রশাসন।

আদ্যাপীঠের সভাপতি ব্রহ্মচারী তুষার ভাইয়ের প্রয়াণ



কলকাতা: দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ (আদ্যাপীঠ)-এর সভাপতি ব্রহ্মচারী তুষার ভাই বুধবার সন্ধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। ব্রহ্মচারী তুষার ভাইয়ের প্রয়াণে আদ্যাপীঠে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আদ্যাপীঠের প্রাক্তন সভাপতি ব্রহ্মচারী রীতেন ভাইয়ের গত ২৪ মার্চ, ২০২৬ তারিখে প্রয়াণের পর থেকেই তুষার ভাই সভাপতির দায়িত্বভার সামলাচ্ছিলেন। আদ্যাপীঠের মহাসচিব তথা ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই জানান, তুষার ভাই ছিলেন অত্যন্ত কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর প্রয়াণে তাঁরা গভীরভাবে মর্মাহত।

বেহাল দশায় পরিণত হালিশহরে উত্তর প্রসাদনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেহাল দশায় পরিণত হালিশহর পুরসভার অধীনস্থ উত্তর প্রসাদনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়। অভিযোগ, ৫৭ বছরের প্রাচীন এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ-সহ অফিস রুমে বছরে ছয়-সাত মাস জল জমে থাকে। এখানে জমাজল অপসারণের কোনও ব্যবস্থা নেই। অতি সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে এই স্কুলের বেহাল দশা তুলে ধরেছেন স্থানীয় যুবক অঙ্কন ঘোষ। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অঙ্কন জানান, সামান্য বৃষ্টিতেই শ্রেণিকক্ষ-সহ অফিস রুমে জল দাঁড়িয়ে যায়। তিন বছর ধরে এই সমস্যা। তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন সরকারের আমলে পুরসভা ও শিক্ষা দপ্তরে জলজমার বিষয়ে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সুরাহা মেলেনি। তাঁর আক্ষেপ, জলজমার কারণে পড়ুয়ার সংখ্যাও দিনকে দিন কমছে। অনেক পড়ুয়া এই স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বর্তমান বিধায়কের কাছে বেহাল দশায় থাকা স্কুলটির হাল বদলানোর দাবি রেখেছে এলাকার যুবক অঙ্কন ঘোষ। যদিও নিজের কেন্দ্রের বেহাল দশায় থাকা স্কুলগুলোর হাল বদলের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছেন বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। তিনি উত্তর প্রসাদনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জলজমার সমস্যা দূরীকরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Ravi Kumar Agarwal**, son of Late Ved Prakash Bansal, resident of BJ-196, Salt Lake, Block-BJ, Sector-II, Kolkata-700091 do hereby declare that I have changed my name from Ravi Kumar Agarwal to Ravi Bansal and henceforth I shall be known as Ravi Bansal in all purpose, vide Affidavit no. 05/2026, sworn before the Notary Public at Kolkata on 17.11.2026. Ravi Bansal and Ravi Kumar Agarwal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

আমি, অভিষেক কুমার, পিতা- কুলদীপ কুমার জৈন, ঠিকানা - প্রথম টাওয়ার, ৩/১/এ, গুহা পার্ক, ব্লক-এ, চতুর্থতলা, ফ্ল্যাট নং ৪এ, লিলুয়া, জেলা - হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১১২০৪, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমি আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে অভিষেক কুমার (Abhishek Kumar)-এর পরিবর্তে অভিষেক কুমার জৈন (Abhishek Kumar Jain) নামে পরিচিত হব। উক্ত নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত ঘোষণা কলকাতা আদালতের বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হলফনামা নং ১২৯১, তারিখ ৩১.১০.২০২৬ অনুযায়ী করা হয়েছে।অভিষেক কুমার জৈন (Abhishek Kumar Jain) এবং অভিষেক কুমার (Abhishek Kumar) একই ব্যক্তি এবং অভিন্ন সত্তা

CHANGE OF NAME

I, **Shantoshi Shaw** w/o Ganesh Mahato, resident of 71/11, Angus Line, PO-Angus, PS- Bhadreshwar, Dist- Hooghly, WB, Pin- 712221, do here by declare that I have changed my name from Shantoshi Shaw to Santoshi Mahato in all purpose, vide affidavit no. 9129 sworn before the Notary Public at Chandannagar on 25th Nov'26 Santoshi Mahato and Shantoshi Shaw both are same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Sk Arshad Ali, S/o. Sekh Isad Ali, R/o. Hosenabad, Mogra, Hooghly-712148, W.B., have changed my name from Sk Arshad Ali, S/o. Sk Isad Ali to Sk Arshad Ali, S/o. Sekh Isad Ali vide Affidavit No. 19396, dated 12.08.2026, sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court. Henceforth, I shall be known as Sk Arshad Ali, S/o. Sekh Isad Ali instead of Sk Arshad Ali, S/o. Sk Isad Ali and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that my father Sekh Isad Ali and Sk Isad Ali both are the same and one identical person.

গত ইং 25.11.2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 27066 নং এফিডেভিট বলে আমি Rikta Ghosh, D/o. Harendra Nath Ghosh, সাকিম গোপালপুর, নয়াসরাই, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৩, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Rikta Mitra(Ghosh) ডিভোর্সের পর (ম্যাট সুট নং ১০৯/২১) Rikta Ghosh নামে পরিচিত হইয়াছি এবং আমার কন্যার লিগ্যাল গার্জেন নিযুক্ত হইয়া এই হলফনামার মাধ্যমে আমার কন্যা, যার পুরনো নাম ছিল Rudrakshi Mitra, তার নাম পরিবর্তন করিয়া নতুন নাম রাখলাম Rudrakshi Ghosh D/o. Rikta Ghosh, এবং তাকে সর্বত্র এই নতুন নামেই পরিচিত করা হইল এবং সমস্ত নথিতে নাম সংশোধন করিয়া Rudrakshi Ghosh D/o. Rikta Ghosh করার জন্য অনুরোধ করা হল। আমার কন্যা Rudrakshi Ghosh ও Rudrakshi Mitra, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

গত 25/09/2026, S.D.E.M., সদ

সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উন্নয়নের পথে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রকের সহযোগিতায় রাজ্যজুড়ে



প্রায় ₹ ৮,৭০০ কোটি টাকার জনকল্যাণমূলক প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশের পরিবহন ও বাণিজ্যের অগ্রগতির স্বার্থে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রকল্প

NH-19-এর পালসিট থেকে ডানকুনি অংশের ৬-লেনে উন্নীতকরণ	ফারাক্কা ব্যারেজের নিম্নপ্রবাহে (ডাউনস্ট্রিমে) গঙ্গা নদীর ওপর ৪-লেনের সেতু

শিলান্যাস হওয়া প্রকল্পসমূহ

পূর্ব মেদিনীপুরের ১১৬বি নং জাতীয় সড়কের (NH–116B) চাউলখোলা থেকে অলঙ্কারপুর পর্যন্ত রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ এবং রামনগর বাইপাস নির্মাণ	পূর্ব মেদিনীপুরের ১১৬বি নং জাতীয় সড়কের (NH–116B) ঠাকুরনগর থেকে নাচিন্দা পর্যন্ত রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	দঃ চব্বিশ পরগনার ১২ নং জাতীয় সড়কের (NH-12) নামখানা থেকে বকখালি পর্যন্ত রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	বীরভূম জেলার ১৪ নং জাতীয় সড়কের (NH-14) ভীমগড় থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত রাস্তার মজবুতিকরণ	বীরভূম জেলার ১৪ নং জাতীয় সড়কের (NH-14) মল্লারপুর থেকে নলহাটি পর্যন্ত রাস্তার মজবুতিকরণ
বীরভূম জেলার ১১৪ নং জাতীয় সড়কের (NH-114) বোলপুরের নিকট সুরুল গ্রাম থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত রাস্তার মজবুতিকরণ এবং পুরন্দরপুর থেকে রাঙ্গাইপুর পর্যন্ত রাস্তার দুই লেনের প্রশস্তকরণ	পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১১৬বি নং জাতীয় সড়কের (NH–116B) নরঘাটে প্রধান সেতু নির্মাণ	পূর্ব বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর থেকে দাঁইহাট মোড় পর্যন্ত মন্তেশ্বর-দাঁইহাট রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	পূর্ব বর্ধমান জেলায় বর্ধমান-কাটোয়া সড়কের ছয় মাইল মোড় থেকে কাটোয়া বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ এবং কাটোয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে কাটোয়া পৌরসভা পর্যন্ত মজবুতিকরণ	পুরুলিয়া জেলায় রঘুনাথপুর হাসপাতাল মোড় থেকে গোয়াই নদী চেক পোস্ট—ঝাড়খণ্ড সীমান্ত পর্যন্ত রঘুনাথপুর-চন্দনকিয়ারী -চাস রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
হুগলি জেলায় মগরা স্টেশন থেকে সুলতানগাছা পর্যন্ত মগরা-সুলতানগাছা রাস্তা এবং সুলতানগাছা থেকে দশঘরা পর্যন্ত সুলতানগাছা-খানপুর-দাশঘরা রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় লাঙ্গলপোতা থেকে কাঁচকল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর-বেলিয়াঘাটা রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ এবং সেতু নির্মাণ	পূর্ব বর্ধমান জেলার বন্দেবাজ, গুপ্তিপাড়া থেকে কাটোয়া পর্যন্ত সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী-কালনা-কাটোয়া (STKK) রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	পশ্চিম বর্ধমান জেলায় জুবিলি মোড় থেকে রনকুরাঘাট পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	পুরুলিয়া জেলায় রঘুনাথপুর ট্রাফিক মোড় থেকে পাকোরি মোড় পর্যন্ত রঘুনাথপুর-চেলিয়ামা রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
হুগলি জেলায় আরামবাগের রামকৃষ্ণ সেতুর পাশে দ্বারকেশ্বর নদের ওপর কালিপুর ও দৌলতপুর সংযোগকারী নতুন সেতু নির্মাণ	১২ নং জাতীয় সড়কের (NH–12) বারাসাত-কৃষ্ণনগর-বহরমপুর শাখায় কিমি ৪৮.৫৫৩ থেকে কিমি ১৯৩.০০পর্যন্ত ২০টি ভিইউপি/এলভিইউপি (VUP/LVUP) নির্মাণের সড়ক নিরাপত্তার কাজ	১২ নং জাতীয় সড়কের (NH-12) বহরমপুর-ফারাক্কা-রায়গঞ্জ-ডাল খোলা শাখায় ২৫টি ভিইউপি/এলভিইউপি (VUP/LVUP) নির্মাণের সড়ক নিরাপত্তার কাজ	১৯ নং জাতীয় সড়কের (NH-19) বারওয়া আড্ডা - পানাগড় শাখায় ১২টি ভিইউপি/এলভিইউপি (VUP/LVUP) নির্মাণের সড়ক নিরাপত্তার কাজ	বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ১২ নং জাতীয় সড়ক (NH-12), পুরাতন ২ই নং জাতীয় সড়ক (NH-2E)-এর মজবুতিকরণ ও সড়ক নিরাপত্তার কাজ

শুভ উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন

শ্রী নিতিন গডকড়ী
(মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক)

সভাপতিত্ব করবেন

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
(মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)

অনুষ্ঠানের বিবরণ ও অতিথিবৃন্দ

বৃহস্পতিবার, ২৬শে নভেম্বর, ২০২৬ | দুপুর ১২:৩০ | কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

গৌরবময় উপস্থিতি

শ্রী হর্ষ মালহোত্রা (মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক) | **শ্রী সুকান্ত মজুমদার** (মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক)
শ্রী অজয় টামটা (মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক) | **শ্রী শান্তনু ঠাকুর** (মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রক)

জাতীয় মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ এবার আরও গুরুত্বপূর্ণ

- উন্নত সড়ক সুরক্ষা ও আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের সময় হ্রাসের ফলে ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও দেশগুলির উন্নততর সংযোগ
- বাণিজ্য, লজিস্টিকস এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
- গ্রামীণ ও মফঃস্বল এলাকায় উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা
- সেতু পরিকাঠামোর মাধ্যমে উন্নত নদী সংযোগ ব্যবস্থা
- প্রধান অর্থনৈতিক করিডোরগুলির উন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-D1810(10)/2026

সম্পাদকীয়

বয়স্ক পেনশনভোগীদের হয়রানি কমাতে কিছু করুক প্রশাসন

লাইফ সার্টিফিকেট। পেনশনভোগীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। বছরভর পেনশন পেতে বছরে এই একবার বাধ্যতামূলক ভাবে জমা দিতে হয় লাইফ সার্টিফিকেট। আর না দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে বৃদ্ধ বয়সের শেষ সম্বলটা। তাই যে কোনও মূল্যে এই নভেম্বর মাস আসলেই লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে হয় প্রত্যেক পেনশনভোগীকে। আর প্রতি বছর তাই ক্যালেন্ডারে নভেম্বর আসলেই রক্তচাপ বেড়ে যায় লক্ষ লক্ষ পেনশনভোগীর। কারণটা হল হয়রানি। একটা লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে গিয়ে যে হেনস্তা ও হয়রানির শিকার হন এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তা নিঃসন্দেহে অমানবিক। অথচ এতদিন পেরিয়ে গেল, এত টেকনোলজি এল, কিন্তু আজও সাবালক হল না এই ব্যবস্থা। আজও নির্দিষ্ট দফতরে গিয়ে লাইফ সার্টিফিকেট জমা করতে হয় পেনশন হোল্ডারদের। তাদের হয়রানি কমাতে কয়েক বছর আগে অনলাইনে এই ব্যবস্থা চালু করেছিল প্রশাসন। কিন্তু মজার কথা, পেনশনভোগীরা যে সময়ের প্রজন্ম তাদের বেশির ভাগেরই অললাইন সম্পর্কে কোনও ধ্যান ধারণাই নেই। মোবাইল ব্যবহারেও অপারগ তারা। ইন্টারনেট তো অনেক দূর। এর জন্য তাদের কারও না কারও সাহায্য নিতে হয়। কেউ কেউ ছেলেমেয়েদের দিয়ে কাজটা করাতে পারেন। কিন্তু সেরকম সৌভাগ্যবানের সংখ্যাও খুব কম। কারণ আজকের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির যুগে বেশিরভাগ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা একা থাকেন। ছেলেমেয়েরা বাইরে প্রতিষ্ঠিত, অথবা আলাদা থাকেন। ফলে বেশিরভাগ পেনশনভোগীরাই অসহায়। অগত্যা তাদের সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরে গিয়ে কাজটা করাতে হচ্ছে। আর যেহেতু একই সময়ে সবাইকে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়, তাই ওই দফতরেও ভিড় বাড়ে। ফলে অপেক্ষা করতেই হয়। বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের অমেকেই শারীরিক ভাবে অশক্ত। ফলে গোটা কাজটাই তাদের কাছে বড় চাপ। এর থেকে মুক্তি পাওয়ারও কোনও ওপায় নেই। এখন প্রশ্ন হল, প্রশাসন কি পারে না, এই মানুষগুলোকে একটু রিলিফ দিতে? এটা নিয়ে এবার ভাবুক প্রশাসন।

শব্দছক ৩২১

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯				১০	
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. উদ্দেশ্য ৪. লাফ দেওয়া ৬. নদী বা পুকুরের উঁচু তীর ৭. শক্তিধর ৯. যা নয় তাই ১১. আকাশ ১৪. খবর ১৬. শ্রীকৃষ্ণের এক নাম ১৯. কড়াইশুঁটি থেকে উৎপন্ন ডালশস্য ২০. বিনাশ বা ধ্বংস ২১. রান্না ২২. ছয়তলা

ওপর-নিচ: ১. অসমর্থ ২. বহুজন সমাগম ৩. গুটিপোকার সুতো ৪. যে বস্ত্রের চারধার ঝুমকো সুতোর সজ্জাকরা ৫. নয় দশে যা হয় ৮. বীজ রোওয়া ৯. গাড়ী ১০. ভালোবাসার প্রেমিকজন ১২. জেলখানার জানলা-প্রাচীর ১৩. সুন্দরবনে মাতলার জলে ক্ষুরধারদন্ত বিশিষ্ট প্রাণী ১৪. তির ১৫. সন্তপ্ত করা

সমাধান ৩২০ — পাশাপাশি: ১. বসন ৩. বর্ণাশ্রম ৫. বাদল ৬. সরু ৭. দয়াময় ৯. বুণন ১০. বাসুকি ১২. অভব্যতা ১৪. বাণী ১৫. মগ্নতা ১৭. মলমাস ১৮. সহসা

ওপর-নিচ: ১. বক্ষ ২. নবারুণ ৩. বলদ ৪. মলয় ৬. সবুজাভ ৮. মন্দাকিনী ১১. সুবাতাস ১২. অসীম ১৩. তামস ১৬. খাসা

আজকের দিন

■ **১৯৪৯** — সংবিধান গ্রহণের স্মরণে এই দিনটি এখন ভারতেসংবিধান দিবস (সংবিধান দিবস) হিসেবে পালিত হয় ।

■ **২০০৮** — ২৬/১১ সালের সখন্ত্রাসী হামলা মুম্বাইতে ঘটেছিল, যা এই তারিখে শুরু হয়েছিল এবং তিন দিন স্থায়ী হয়েছিল।



জন্মদিন

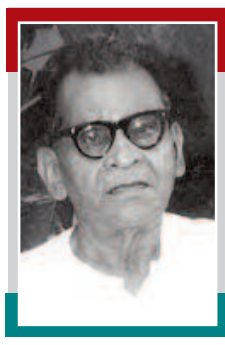

১৮৯০ *বিশিষ্ট ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯১১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্যাম লাহার জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অর্জুন রামপালের জন্মদিন।*

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

আজ সংবিধান দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ

সংবিধানের আলোয় রাষ্ট্রের আয়না: উৎসবের উদ্‌যাপন, নাকি গণতন্ত্রের ক্ষতগুলির সামনাসামনি হওয়ার দিন?

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

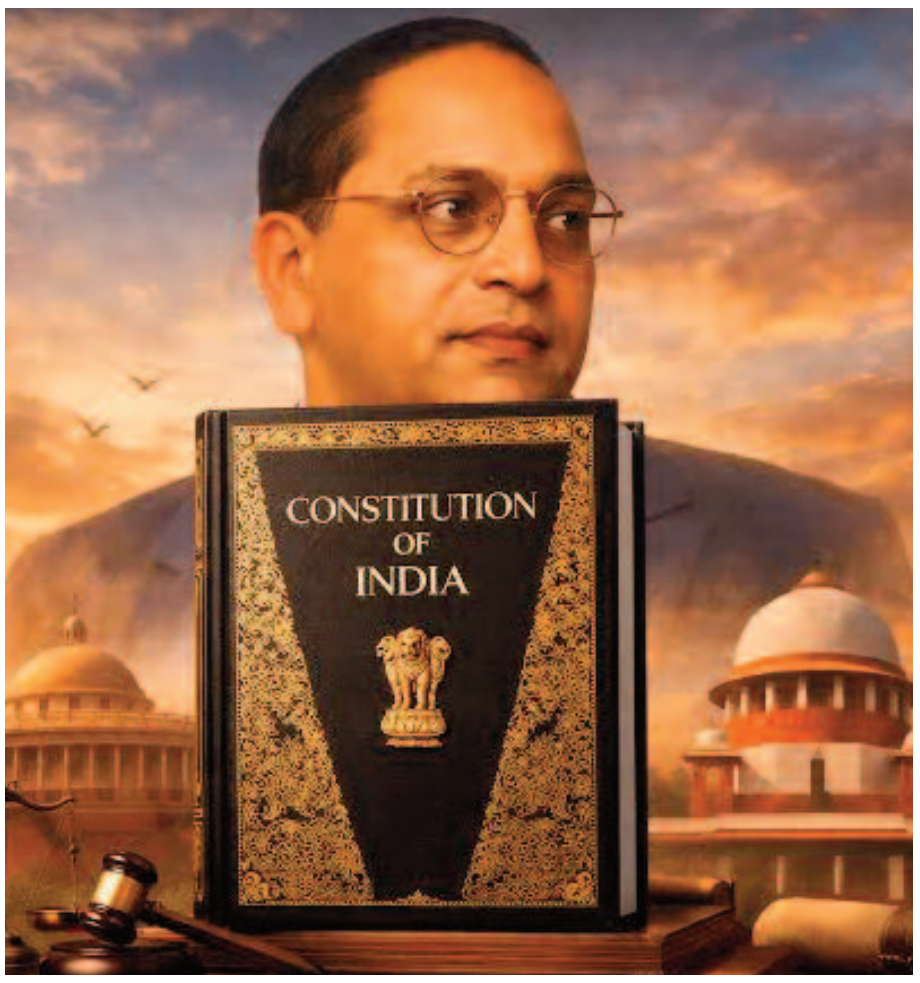

একটি সংবিধান কেবল কয়েকশো পাতার আইনগত দলিল নয়। তার প্রতিটি অনুচ্ছেদের ভিতরে লুকিয়ে থাকে একটি জাতির স্বপ্ন, আত্মমর্যাদা এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রাম পেরিয়ে ভারত যখন নিজেকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন প্রয়োজন হয়েছিল এমন একটি রাষ্ট্রীয় দর্শনের, যেখানে ক্ষমতার ঊর্ধ্বে থাকবে আইন, শাসকের ঊর্ধ্বে থাকবে সংবিধান এবং নাগরিকের মর্যাদা হবে রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। সেই ঐতিহাসিক প্রয়াসেরই পরিণতি ভারতের সংবিধান।

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদ ভারতের সংবিধান গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি তা কার্যকর হয়। সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণে রেখে ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর পালিত হচ্ছে সংবিধান দিবস। ২৬ নভেম্বর, ২০২৬-এ ভারতীয় সংবিধান গ্রহণের ৭৭ বছর। এবারের উদ্‌যাপনের সরকারি ভাবনায় রয়েছে সংবিধানের ৭৬ বছরের যাত্রা, ড. বি আর আম্বেদকরের সাংবিধানিক দর্শন ও ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রতি বছর সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ, আলোচনা, সভা, সেমিনার এবং নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমরা কি সত্যিই সংবিধানের আদর্শকে জীবনের অংশ করে তুলতে পারছি? না-কি সংবিধান দিবস ক্রমশ একটি আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে?

সংবিধানের প্রস্তাবনার দিকে তাকালে ভারতের রাষ্ট্রীয় চরিত্রের মূল দর্শনটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব;এই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক নাগরিককে। ধর্ম, ভাষা, জাতপাত, অর্থনৈতিক অবস্থান কিংবা সামাজিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে প্রত্যেক মানুষের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার রয়েছে সেখানে। কিন্তু বাস্তবের ভারতকে দেখলে কখনও কখনও মনে হয়, সংবিধানের পাতায় যে স্বপ্ন লেখা হয়েছিল, তার অনেকটাই এখনও অসমাপ্ত।

সংবিধান আছে, কিন্তু সাংবিধানিক সংস্কৃতি কতটা আছে?

ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তার গুরুত্ব কেবল একটি রাষ্ট্রীয় দলিল তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন, রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেই সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভোটাধিকার দিয়ে নাগরিককে রাজনৈতিক সমতা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সমাজের গভীরে প্রোথিত বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, জাতপাতের বিভাজন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক অবমাননা দূর না হলে সেই গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল থেকে যাবে।

আম্বেদকরের সেই সতর্কবাণী আজও প্রাসঙ্গিক। সংসদে প্রত্যেক নাগরিকের ভোটের মূল্য সমান হলেও বাস্তব জীবনে প্রত্যেকের সুযোগ সমান নয়। কারও কাছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সহজলভ্য। কারও কাছে সামান্য চিকিৎসার খরচ জোগাড় করাও কঠিন। কোথাও জাতপাতের কারণে সামাজিক অপমান, কোথাও ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে অবিশ্বাস, কোথাও নারীকে ঘিরে নিরাপত্তাহীনতা, আবার কোথাও আদিবাসী মানুষের জমি ও জীবিকার উপর উন্নয়নের নামে নতুন চাপ তৈরি হচ্ছে।

সংবিধান এই বৈষম্যগুলিকে স্বীকৃতি দেয়নি। বরং সেগুলির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দিয়েছে। অথচ সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক উদাসীনতা, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার বহু সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের প্রশ্ন: সত্য জানার অধিকার কোথায়?

গণতন্ত্রের একটি মৌলিক শর্ত হলো রাষ্ট্রের কাজকর্ম সম্পর্কে নাগরিকের জানার অধিকার। যে সরকার জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসে, সেই সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্তের যুক্তি ও দায়বদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কিংবা জনস্বার্থের কারণে কিছু তথ্য গোপন রাখার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সেই গোপনীয়তা যেন কখনও ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা প্রশাসনিক অস্বচ্ছতার ঢাল হয়ে না ওঠে।

তথ্যের অধিকার আইন (Right to Information Act), ২০০৫ এই গণতান্ত্রিক চেতনাকে শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আইনের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিক সরকারি দপ্তরের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য চাইতে পারেন। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিকের লড়াইয়ে এই আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কিন্তু আইন থাকা আর তার যথাযথ প্রয়োগ হওয়া এক বিষয় নয়। তথ্য চাওয়ার কারণে আবেদনকারীকে হয়রানির মুখে পড়তে হয়েছে, তথ্য প্রকাশে অযৌক্তিক বিলম্ব হয়েছে, কোথাও সরকারি দপ্তর তথ্য দিতে অনীহা প্রকাশ করেছে। ফলে প্রশ্ন ওঠে, রাষ্ট্র কি সত্যিই নাগরিকের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে প্রস্তুত?

এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনাও।

তাসখন্দের মধ্যরাত্রি রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক অসমাপ্ত প্রশ্ন

১৯৬৬ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে আকস্মিক মৃত্যু হয়েছিল ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে ১০ জানুয়ারি তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খানের সঙ্গে তাসখন্দ ঘোষণা স্বাক্ষর করেছিলেন। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সরকারি চিকিৎসা বিবরণে মৃত্যুর কারণ হিসেবে তীব্র হৃদ্‌রোগের কথা বলা হয়েছিল। শাস্ত্রীর অতীতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাসও ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই কিছু প্রশ্ন সামনে আসে। কেন তাঁর দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়নি? পরিবারের সদস্যদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর কি দেওয়া হয়েছিল? তাসখন্দে তাঁর মৃত্যুর পরিস্থিতি নিয়ে যে প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক নথি তৈরি হয়েছিল, তার কতটা আজও জনসমক্ষে রয়েছে?

এই প্রশ্নগুলি নতুন নয়। ২০১৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন শাস্ত্রীর মৃত্যু সংক্রান্ত নথি প্রকাশের বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছিল। কমিশন জানতে চেয়েছিল, কোন দপ্তর নথিগুলিকে গোপনীয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে, কতদিনের জন্য সেই শ্রেণিবিভাগ কার্যকর থাকবে এবং নথির যে অংশ প্রকাশে আপত্তি নেই, তা আলাদা করে প্রকাশ করা সম্ভব কি না।

এরপর ২০১৯ সালে তথ্যের অধিকার আইনে করা একটি আবেদনের উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর জানায়, শাস্ত্রীর তাসখন্দে মৃত্যুর বিষয়ে তাদের কাছে 2S579V/66-PM নম্বরের একটি ফাইল রয়েছে, যার তিনটি খণ্ড আছে। কিন্তু তথ্যের অধিকার আইনের ৮(১)(ক) ধারার আওতায় বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে সেই নথি প্রকাশে আপত্তি জানানো হয়।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। নথি গোপন রাখা হয়েছে বলেই শাস্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছিল, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর কোনও ভিত্তি নেই। তাঁর মৃত্যুর সরকারি চিকিৎসাগত ব্যাখ্যাও রয়েছে। কিন্তু একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর পরিস্থিতি সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে অনুত্তরিত থেকে যাওয়া গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতার দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে উদ্বেগের বিষয়।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই যুক্তির আড়ালে ইতিহাসের কতটা অংশ অনির্দিষ্টকাল গোপন রাখা যায়? নাগরিকের জানার অধিকার এবং রাষ্ট্রের গোপনীয়তার সীমারেখা কোথায় টানা হবে? শাস্ত্রীর মৃত্যু ঘিরে এই প্রশ্নগুলি আজও প্রাসঙ্গিক।

গণতন্ত্রের আরেক ক্ষত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও জরুরি অবস্থা

ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন থেকে ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত জরুরি অবস্থার অধ্যায় একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের আমলে ঘোষিত জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকের মৌলিক অধিকার, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক বিরোধিতার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল। বহু বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে আটক করা হয়েছিল। সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশিপ জারি হয়েছিল।

যে সংবিধান নাগরিকের স্বাধীনতা ও মর্যাদার নিশ্চয়তা দেওয়ার কথা বলে, সেই সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই জরুরি অবস্থার বিধান ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ভারত অর্জন করেছে। এই অধ্যায় আমাদের স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, সংবিধান যত শক্তিশালীই হোক, তার রক্ষকরা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাহলে নাগরিকের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে।

পরবর্তী সময়ে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের সেই অভিজ্ঞতা আমাদের একটি স্থায়ী শিক্ষা দিয়ে যায়;গণতন্ত্র কেবল নির্বাচনের মাধ্যমে বেঁচে থাকে না। তার জন্য প্রয়োজন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, দায়িত্বশীল সরকার, নির্ভীক সংবাদমাধ্যম এবং সচেতন নাগরিকসমাজ।

দুর্নীতি সংবিধানের আদর্শের বিপরীতে এক অদৃশ্য শত্রু

দুর্নীতি কোনও একটি রাজনৈতিক দল কিংবা একটি সরকারের একক সমস্যা নয়। এটি প্রশাসনিক কাঠামো, রাজনৈতিক অর্থায়ন, সরকারি প্রকল্প, নিয়োগ ব্যবস্থা এবং জনপরিষেবার বিভিন্ন স্তরে শিকড় বিস্তার করতে পারে। দুর্নীতির সবচেয়ে বড় শিকার সাধারণ মানুষ। যে অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, রাস্তা কিংবা কর্মসংস্থানের জন্য ব্যয় হওয়ার কথা, তার অপচয় বা আত্মসাৎ হলে উন্নয়নের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাজনীতিতে অর্থের প্রভাব, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপুল ব্যয়ের প্রবণতা এবং রাজনৈতিক দলগুলির অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক রয়েছে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। আদালতের পর্যবেক্ষণে রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা এবং ভোটারের তথ্য জানার অধিকারের গুরুত্ব বিশেষভাবে উঠে এসেছিল।

এই রায় ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। রাজনৈতিক দলগুলি গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ হলেও তাদের আর্থিক কর্মকাণ্ড জনস্বার্থ ও স্বচ্ছতার ঊর্ধ্বে হতে পারে না। ক্ষমতায় থাকা দল কিংবা বিরোধী দল;কাউকেই এই দায়বদ্ধতার বাইরে রাখা যায় না। কারণ, দুর্নীতির কোনও দলীয় পরিচয় নেই। তার অভিঘাত পড়ে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের উপর।

বিচারব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যম ও নাগরিকের স্বাধীনতা

সংবিধান রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছে। আইনসভা আইন প্রণয়ন করবে, নির্বাহী বিভাগ তা কার্যকর করবে এবং বিচারব্যবস্থা আইনের শাসন নিশ্চিত করবে। এই ভারসাম্য নষ্ট হলে গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিচার পেতে দীর্ঘসূত্রতা, বিচারাধীন বন্দিদের বছরের পর বছর কারাগারে থাকা, দরিদ্র মানুষের পক্ষে ব্যয়বহুল আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার পেতে অসুবিধা;এসব সমস্যার সমাধান আসু প্রয়োজন।

একইভাবে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত। সংবাদমাধ্যমের কাজ কেবল সরকারের সাফল্য তুলে ধরা নয়। প্রশাসনের ভুল, দুর্নীতি, জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত এবং ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলাও তার দায়িত্ব। সাংবাদিকের প্রশ্নকে শত্রুতা হিসেবে দেখা কিংবা সমালোচনাকে রাষ্ট্রবিরোধিতা বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

রাষ্ট্রের সমালোচনা এবং রাষ্ট্রের বিরোধিতা এক বিষয় নয়। বরং দায়িত্বশীল সমালোচনা রাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী করে।

সংবিধান দিবস আনুষ্ঠানিকতা নয়, আত্মসমীক্ষার দিন

প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর আমরা সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করি। ড. আম্বেদকরকে স্মরণ করি। সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার শপথ নিই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আলোচনা হয়, সরকারি দপ্তরে অনুষ্ঠান হয়। এসব উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষত নতুন প্রজন্মের কাছে সংবিধানের মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই আয়োজনের গুরুত্ব রয়েছে।

কিন্তু সংবিধান দিবসের প্রকৃত সার্থকতা কেবল আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপনে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কোনও সরকারি দপ্তরে সাধারণ মানুষের কাজ ঘুষ ছাড়া হচ্ছে কি না, কোনও দরিদ্র মানুষ ন্যায়বিচার পাচ্ছেন কি না, কোনও নাগরিক নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করছেন কি না, কোনও আদিবাসী পরিবার উন্নয়নের নামে জমি হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ছে কি না, কোনও নারী নিরাপদে নিজের জীবনযাপন করতে পারছেন কি না;এসব প্রশ্নের উত্তরেও সংবিধানের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা প্রতিফলিত হয়।

সংবিধান রক্ষা মানে শুধু তার অনুচ্ছেদগুলি মুখস্থ রাখা নয়। সংবিধানের চেতনা রক্ষা করা। ক্ষমতাসীনদের কাছে প্রশ্ন তোলার অধিকার, বিরোধীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের নির্ভীকতা, বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা;এসবই তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সংবিধান কোনও রাজনৈতিক দলের তৈরি ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটি ভারতের মানুষের সম্মিলিত অঙ্গীকার। সরকার পরিবর্তিত হবে, রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তন ঘটবে, ক্ষমতার সমীকরণ বদলাবে। কিন্তু সংবিধানের মূল আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর তাসখন্দে মৃত্যু ঘিরে থাকা প্রশ্নগুলির উত্তরও সেই বৃহত্তর সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার অংশ। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে কোনও প্রমাণহীন হত্যার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা আমাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় নথি পর্যালোচনা, প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ এবং ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধানের পথ খোলা রাখা অবশ্যই জরুরি।

রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের প্রশ্ন তোলার অধিকার গণতন্ত্রের দুর্বলতা নয়, শক্তি। কারণ, যে রাষ্ট্র প্রশ্নকে ভয় পায়, সে রাষ্ট্র নিজের ভিতকেই দুর্বল করে। আর যে রাষ্ট্র সমালোচনাকে গ্রহণ করতে পারে, ভুল সংশোধনের সাহস দেখায় এবং নাগরিকের কাছে জবাবদিহি করে, সেই রাষ্ট্রই প্রকৃত অর্থে সাংবিধানিক রাষ্ট্র।

২৬ নভেম্বর তাই কেবল উৎসবের দিন নয়। এটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখার দিন। সংবিধানের প্রস্তাবনায় লেখা ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিশ্রুতি আমরা কতটা পালন করতে পেরেছি, সেই হিসাব নেওয়ার দিন।

আমরা সংবিধানকে সম্মান জানাব, তার স্থপতিদের স্মরণ করব। কিন্তু একই সঙ্গে রাষ্ট্রের অস্বচ্ছতা, দুর্নীতি, বৈষম্য, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ইতিহাসের অনুত্তরিত প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হওয়ার সাহসও অর্জন করব। কারণ, সংবিধানের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করা সহজ, কিন্তু সংবিধানের আদর্শকে রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজে প্রতিষ্ঠা করাই কঠিন।

যেদিন সাধারণ নাগরিক নির্ভয়ে প্রশ্ন করার অধিকার ভোগ করবেন এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তিকেও আইনের সামনে জবাবদিহি করতে হবে সেদিনই গণতন্ত্রের প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। ন্যায়বিচার তখন অর্থ কিংবা পরিচয়ের প্রভাবে পরিচালিত হবে না। সত্য প্রকাশের জন্য কোনও নাগরিককে দীর্ঘ লড়াইয়েও নামতে হবে না। সেই দিনই সংবিধান দিবসের উদ্‌যাপন প্রকৃত অর্থে সার্থক হয়ে উঠবে।

সংবিধান কেবল রাষ্ট্রের পরিচয়পত্র নয়;এটি রাষ্ট্রের বিবেক। সেই বিবেককে জাগ্রত রাখাই হোক আগামীকালের সংবিধান দিবসের সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার।

(মতামত ব্যক্তিগত)

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

বড়লোক মানে বড় মানুষ নয়। একের ধনের বিস্তার, অন্যের মনের। বড়লোক মানে ধনী, কিন্তু ধনী মানেই বড় মানুষ নয়। ধন-মান ও ক্ষমতা থাকলেই কেউ বড় মানুষ হতে পারে না। বরং সেসব না থেকেও যে নিজের সর্বস্ব দিয়ে অন্য মানুষের পাশে থাকে, সেই বড় মানুষ। বড়লোক খুব জোর ত্রাতা হতে পারে, বড় মানুষ পরিত্রাতা। একে দান করেই গর্ব করে, অন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হয়।

কোট-আনকোট



তৃণমূলের সমস্ত কিছু সুবিধা গ্রহণ করার পর এখন পরিস্থিতি বদলাতেই সেই দলকে বর্জ্য পদার্থ বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তবে তৃণমূল থাকবে কি থাকবে না, তা নিয়ে ব্রাত্য বসু কী বলছেন, তাতে কিছু যায় আসে না। ব্রাত্য বসু এবং তাঁর লোকজন যে ভাবে যুব সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন, তার বিচার একদিন হবেই। তৃণমূলের মন্ত্রী, নেতারা শিক্ষিত মহিলাকে কখনও শারীরিকভাবে, কখনও মানসিকভাবে ব্যবহার করেছেন।

সৌমিত্র খাঁ, সাংসদ, বিজেপি

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ২০২৬, ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

জানুয়ারিতে গড়িয়া থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রোর রুটের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার মেট্রো মানচিত্রে নতুন সংযোজনের অপেক্ষা আর কয়েক মাসের। নিউ গড়িয়া থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রুটে যাত্রী পরিষেবা চালুর প্রস্তুতি প্রায় শেষ। এই রুটে ট্রায়াল রানও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এবার শুধু উদ্বোধন হওয়ার দিনক্ষণ চূড়ান্ত করার পালা। এই বিষয়ে নবান্ন সূত্রের খবর, জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় আসতে পারেন, আর তাঁর এই সফরের সময় এই রুটের উদ্বোধন হতে পারে। ৭ অথবা ২৭ জানুয়ারি, দু'টি তারিখের মধ্যে কোনও একদিন পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। জানুয়ারির ৭ তারিখ কলকাতায় প্রবাসী বাঙালিদের সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা। ওই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় উপস্থিত থাকতে পারেন। অন্যদিকে, ২৭ জানুয়ারি শহরে বসবে গ্লোবাল এনার্জি সামিট। সেখানে ৮০টি দেশের প্রতিনিধিদের যোগদান করার কথা। ফলে এই দুই কর্মসূচির কোনও একটির সঙ্গে মেট্রো উদ্বোধনকে যুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা চলছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেই সূত্রের খবর।

সম্প্রতি, দিল্লিতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই কলকাতার মেট্রো সম্প্রসারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেই বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়েই নতুন রুটের উদ্বোধন করাতে চায় রাজ্য। তিনি বলেছিলেন, ২০১৪ সাল থেকে কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারণের জন্য মোদীজিই ধাপে ধাপে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি দিয়েছেন। যদিও এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল চিংড়িঘাটা অংশকে বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করার কাজ। দীর্ঘদিন ধরে ওই অংশে ভায়াডাক্ট নির্মাণ আটকে থাকায় নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো চললেও সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত পরিষেবা চালু করা সম্ভব হয়নি। ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর মে মাসে ওই জট কাটে। মাত্র ১২০ ঘণ্টার মধ্যে দু'দফায় নির্মাণের কাজ শেষ করে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ৩১৭ ও ৩১৮ নম্বর পিলারের মাঝে ২৮ মিটার এবং ৩১৮ ও ৩১৯ নম্বর পিলারের মাঝে ৩৪ মিটার ভায়াডাক্ট বসানো হয়। এর পর গত সাত মাসে বাকি কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। ইতিমধ্যে ওই রুটে ট্রায়াল রানও সফলতার সঙ্গে শেষ হয়েছে। ফলে নতুন রুটে যাত্রী পরিষেবা শুরুর ক্ষেত্রে এখন উদ্বোধনের দিন ঘোষণার অপেক্ষা। তবে এই রুটে মেট্রো চালু হলে সেক্টর ফাইভের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিতে কর্মরত কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াত অনেক সহজ হবে।

মুম্বইয়ের আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলার নগর উন্নয়নের ভাবনা তুলে ধরলেন মন্ত্রী উমেশ রাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুম্বই: শহরের উন্নয়ন এবং নাগরিক পরিষেবার মানকে আরও বাড়াতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কতটা জরুরি, তাই আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী উমেশ রাই। মুম্বইয়ে এআইআইএলএসজি-এর উদ্যোগে আয়োজিত তৃতীয় ওয়ার্ল্ড মেয়র্স ফোরাম-এ রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তিনি। নগর পরিচালনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, বর্জ্য পৃথকীকরণ, নদীতীরের উন্নয়ন এবং শহরের নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করার মতো একাধিক বিষয় উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে।



এআইআইএলএসজি -এর ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের মেয়র ও নগর পরিকল্পনাবিদরা যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী তোখন সাহু এবং মুম্বইয়ের মেয়র ঋতু তাওয়াড়ের সঙ্গে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উমেশ রাই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিনিধিদের সঙ্গে নগর উন্নয়নের নানা দিক নিয়েও আলোচনা করেন তিনি। এই সম্মেলনে নিজের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ভবিষ্যতের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই শহরগুলিকে গড়ে তুলতে হবে। নাগরিক পরিষেবার উন্নতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উৎসস্থলেই পৃথকীকরণ এবং নদীর পাড়কে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার মতো বিষয়গুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যের সরকার আধুনিক নগর পরিকাঠামো তৈরি এবং নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে শহরগুলিকে আরও উন্নত ও স্বনির্ভর করে তোলাই সরকারের মূল লক্ষ্য। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন শহরের সফল কাজের পদ্ধতি রাজ্যের উন্নয়নে কাজে লাগানোর কথাও জানান তিনি। তবে শহরকে শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে দেখার পক্ষপাতী নন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, শহরের সঙ্গে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎও জড়িয়ে আছে। তাই শুধু বর্তমানের প্রয়োজন মেটালেই চলবে না, আগামী ১০০ বছরের চাহিদার কথা ভেবেও নগর পরিকল্পনা করতে হবে।

পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের নজরে সুজিত বসুর 'শ্যালক'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে নেমে এ বার সুজিত বসুর পরিবারের আরও এক সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে সিবিআই। দক্ষিণ দমদম পুরসভার নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন দমকলমন্ত্রীর ভূমিকা খতিয়ে দেখতে গিয়ে তাঁর শ্যালকের নাম উঠে আসে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের দাবি। বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ নিজাম প্যালেসে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার জন্য তাঁকে নোটিস পাঠানো হয়। এই বিষয়ে সিবিআইয়ের সন্দেহ, পুরসভায় নিয়োগ করার ক্ষেত্রে সুজিত বসুর প্রভাব খাটানোর কাজে তাঁর শ্যালককে ব্যবহার করা হয়েছিল। এমনকী, তাঁকে বেআইনিভাবে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। এই নিয়োগের বিনিময়ে আর্থিক লেনদেন এবং সেই টাকা কোথায় খাটানো হয়েছিল, সে বিষয়েও শ্যালকের কাছ থেকে তথ্য পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। গত শনিবার প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে সুজিত বসুকে প্রায় তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআই আধিকারিকেরা। এই প্রসঙ্গে তদন্তকারী আধিকারিকদের সূত্রের দাবি, তাঁর দেওয়া উত্তরে সন্তুষ্ট হননি গোয়েন্দারা। বেশ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়ে যান বলেও অভিযোগ। তবে সেই জেরার চার দিনের মাথায় শ্যালককে তলব করে তদন্তর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হল।

তদন্তের কেন্দ্রে রয়েছে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় বিভিন্ন পদে নিয়োগের অভিযোগ। সিবিআইয়ের দাবি, পুরসভার চাকরিতে একাধিক প্রার্থীর নাম সুজিত বসু ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের তরফে সুপারিশ করা হয়েছিল। নিয়োগের মাধ্যমে পাওয়া টাকা বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থায় বিনিয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে বলেও তদন্তকারীদের অনুমান। এই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে শ্যালকের কোনও যোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে চান তাঁরা। এর আগে সুজিত বসুর মেয়ে মোহিনী বসুকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অন্যদিকে, একই মামলায় তদন্ত চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। ওই সংস্থার চার্জশিটে সুজিত বসু এবং তাঁর ছেলের নাম রয়েছে।

বিধানসভা নির্বাচনের পর গত ১১ মে পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। এর আগে সিবিআই চার্জশিট জমা দিলেও তাতে তাঁর নাম ছিল না। পরে তদন্তে নতুন তথ্য উঠে আসার দাবি করে আদালতের অনুমতি নিয়ে জেলে গিয়ে তাঁকে জেরা করে সিবিআই। যদিও শুরু থেকেই নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। জামিনের আবেদন করেও এখনও পর্যন্ত স্বস্তি পাননি তিনি।

সমাবর্তনে আর পাশ্চাত্য গাউন নয়, ভারতীয় পোশাকে সেজে উঠবে বিশ্ববিদ্যালয়



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমাবর্তনের মঞ্চে এবার বদল আসছে পোশাকে। এতদিন ডিগ্রি দেওয়ার অনুষ্ঠানে যে প্রচলিত ব্রিটিশদের গাউন ব্যবহার করা হত, সেই ঔপনিবেশিক প্রথার পরিবর্তন করে এবার থেকে দেশীয় হ্যান্ডলুম এবং ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরার উপর জোর দিল রাজ্য সরকার। এই মর্মে রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের চিঠি পাঠাল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। সেই চিঠিতে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিজেদের মতো করে সমাবর্তনের পোশাকের নকশা তৈরি করে এই ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয় দপ্তর কমিশনের ২০১৫, ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের নির্দেশিকার প্রসঙ্গও তুলে ধরা হয়। ওই নির্দেশিকাগুলিতে সমাবর্তনের মতো অনুষ্ঠানে প্রচলিত ঔপনিবেশিক বিদেশী গাউনের বদলে দেশীয় হ্যান্ডলুমের পোশাক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে রাজ্যের বক্তব্য, এই দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে দেশীয় তাঁতের পোশাক বেশি মানানসই ও আরামদায়ক। একই সঙ্গে এই উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা সম্ভব হবে। পাশাপাশি এই ব্যবস্থায় উপকৃত হবেন তাঁতশিল্পী এবং গ্রামীণ হ্যান্ডলুম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষও। তবে পোশাকের ধরন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর কোনও নির্দিষ্ট বিধি চাপানো হয়নি। বরং এই ব্যবস্থায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য, আমন্ত্রিত অতিথি এবং স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপকদের জন্য আলাদা পোশাক তৈরির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে উল্লেখিত উত্তরীয়-সহ বিভিন্ন ভারতীয় পোশাক ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের ঐতিহ্য ও পছন্দ অনুযায়ী সমাবর্তনের পোশাক ঠিক করতে পারবে। তবে এই নির্দেশ শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য নয়, তাদের অধীনস্থ কলেজগুলিতেও এই ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হল, তা উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। পাশাপাশি প্রয়োজন হলে সমাবর্তনে নতুন পোশাক ব্যবহারের ছবি ও ভিডিও ইউজিসির ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং পোর্টালেও আপলোড করতে পারবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। যদিও আগামী ২৪ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৯তম বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সেই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বিধি এবং আইনি প্রক্রিয়া মেনে চলার দাবি জানান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে চিঠি দেন তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের দুই সদস্য কিশলয় রায় ও তীর্থরাজ বর্ধন। ফলে নতুন পোশাকের নির্দেশ কার্যকর করার পাশাপাশি যাদবপুরের সমাবর্তন নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি সিদ্ধান্ত নেন তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা।



নিউ মার্কেটে শীতের পোশাক কিনতে ক্রেতাদের হিড়িক। ছবি: অদিতি সাহা

মুখ্যমন্ত্রীর ভরসাতেই ঋতব্রত গোষ্ঠী! হাত সরালেই অস্তিত্ব শেষ, বিস্ফোরক স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলের অন্দরমহলে ক্ষমতা দখলের লড়াই এবং নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ এবার প্রকাশ্যে আরও তীব্র হল। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জন্যই ঋতব্রত গোষ্ঠী এখনও টিকে আছে। সেই সমর্থন উঠে গেলেই ওই শিবিরের অস্তিত্ব থাকবে না। মঙ্গলবার একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন শারদ্বত। তাঁর কথায়, একটা মৃত তৃণমূল, একটা ঋত তৃণমূল। মৃত তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আর ঋতব্রত তৃণমূলের মাথার উপর মুখ্যমন্ত্রীর হাত আছে বলে চলছে। যেদিন হাত সরিয়ে নেবে, সেদিন ও শেষ হয়ে যাবে। শুধু ঋতব্রত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব নিয়েই নয়, বিধানসভায় সংখ্যার সমীকরণ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে আনেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। শারদ্বতের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী যে ২৮০ জনের সমর্থন পাওয়ার কথা বলেছিলেন, তা নিছক কথার কথা নয়। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হল। ছাব্বিশের ভোটের পর থেকেই তৃণমূলের পরিষদীয় দলে নেতৃত্বের সংঘাত সামনে এসেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পক্ষে সমর্থন জোগাড় করে বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব পান। এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে দলের দুই শিবিরের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। বর্তমানে এই বিষয়টি আদালত পর্যন্তও গড়িয়েছে। এতদিন দলের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিয়ে দুই শিবিরের মধ্যে চাপানউতোর চলছিল। এবার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্য সেই সংঘাতকে নতুন মাত্রা দিল। যদিও বুধবার দুপুর পর্যন্ত শারদ্বতের বক্তব্য নিয়ে ঋতব্রত শিবিরের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এই প্রসঙ্গে ঋত শিবিরের অপর এক নেতা দাবি করে জানান, তারা অনেক লড়াই করে মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। ছাব্বিশের নির্বাচনের ভরাডুবির পর মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্যই তাঁরা এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। অতীতে যে তৃণমূলকে মানুষ জানতেন, তাই এখন অরূপ রায়ের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস হয়েছে।

নকশালবাড়ির হিংসার ইতিহাস পেরিয়ে ভারত এখন মাওবাদীমুক্ত, দাবি রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একসময় যে নকশালবাড়ির নাম জড়িয়ে ছিল অতিবাম রাজনীতির হিংসা ও রক্তপাতের সঙ্গে, সেই মাটিতেই দাঁড়িয়ে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরলেন রাজ্যপাল আরএন রবি। নকশালবাড়ির মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি দাবি করে বলেন, ভারতে মাওবাদী কার্যকলাপের অবসান ঘটেছে। নকশালবাড়ির সারদা বিদ্যামন্দিরের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, 'আজ পুরো ভারত গর্বিত যে দেশ মাওবাদীমুক্ত হয়েছে।' এদিন তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে দেশের উন্নয়ন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অগ্রগতি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রসঙ্গও। রাজ্যে অতিবাম রাজনীতির নকশাল আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের এই জনপদ। সেই প্রসঙ্গ টেনেই রাজ্যপাল বলেন, 'সারা বিশ্বের মানুষ নকশালবাড়ির কথা জানেন। আজ থেকে ৫০ বছর আগে নকশালবাড়িতে ঘৃণা ছড়িয়ে অনেক বড় হিংসার কাজ করা হয়েছিল। অনেক লোককে মারা হয়। এরপর সেই ঘৃণা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরের কয়েক দশক দেশের অন্তত এক তৃতীয়াংশে এই ধরনের মাওবাদী কার্যকলাপ হয়েছিল।' এরপরেই সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ার কথা উল্লেখ করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, 'নকশালবাড়িতে হিংসার অবসান হয়েছে। এই পবিত্র ভূমিকে কুৎসিত বিচারধারার লোকেরা বদনাম করেছিল।' তাঁর বক্তব্য, হিংসার রাজনীতির অতীত পিছনে ফেলে দেশ এখন উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে। সম্প্রতি বিদ্যাভারতীর অধীনস্থ স্কুলগুলি পরিদর্শন করার কর্মসূচি শুরু করেছেন রাজ্যপাল। সেই কর্মসূচির প্রথম পর্বে নকশালবাড়ির আরএসএস পরিচালিত সারদা বিদ্যামন্দিরে যান তিনি। সেখানে তিনি পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের পড়াশোনার বিষয়ে খোঁজ নেন এবং তাঁদের শুভেচ্ছা জানান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং লোকসভার সাংসদ রাজু বিস্তা, অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এবং আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিন দেশের উন্নয়ন প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন দারিদ্র্য দূর করার স্লোগান দেওয়া হলেও বাস্তবে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসেনি। তাঁর দাবি, গত দশ বছরে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের উন্নয়ন করার বাস্তবমতো কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও ভারতের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন তিনি। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, উদ্ভাবনের নিরিখে দশ বছর আগে বিশ্বের ৭৬তম স্থানে থাকা ভারত এখন ষষ্ঠ স্থানে পৌঁছেছে। পাশাপাশি রামমন্দির নির্মাণকে নতুন ভারতের সূচনার সঙ্গে যুক্ত করেন রাজ্যপাল। এছাড়াও 'বন্দেমাতরম' নিয়েও আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণে জাতীয় স্তোত্রটিকে একসময় ভাগ করা হয়েছিল। এখন দেশের মানুষ একসঙ্গে 'বন্দেমাতরম' গাইছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। এদিন এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের প্রশংসা করে রাজ্যপাল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের মনের স্বর শুনতে পান বলেই দেশ আজ প্রগতির পথে।' আগামী দিনে ভারত বিশ্বের এক নম্বর স্থানে পৌঁছবে বলেও এদিন আশা প্রকাশ করেন তিনি। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে যুবসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি পড়ুয়াদের মধ্যে গণিতের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর পরামর্শ দেন রাজ্যপাল।



পকেটে বা হাতে রাখার বস্তু নয় সংবিধান, হৃদয়ে নিয়ে বাঁচতে হয়: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সংবিধান কেবল হাতে নিয়ে ঘোরার বা পকেটে রাখার বিষয় নয়, তাকে হৃদয়ে নিয়ে বাঁচতে হয়, এটা এই দেশে এক শ্রেণির মানুষেরা আছে যারা আজও উপলব্ধি করতে পারেনি। এই ভাষাতেই বুধবার রাজ্য তথা দেশে 'বিরোধী রাজনৈতিক' দলগুলোকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিন তিনি দাবি করে বলেন, '১৪০ কোটির গণতন্ত্র, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র, গণতন্ত্রর জননী এই ভারতবর্ষ। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত হল এই দেশের সংবিধান।' সেই ব্যবস্থাকে দুর্বল করার চেষ্টা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বুধবার এই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বুধবার সংবিধানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শমীক বলেন, স্বাধীনতার পর বিশ্বের একাধিক দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু তাদের অনেকেই দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধরে রাখতে পারেনি। ব্যতিক্রম একমাত্র ভারত। তাঁর কথায়, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে পাঁচ বছর অন্তর রক্তপাত ছাড়াই সরকার পরিবর্তন হয়। সংবিধানের উপর ভিত্তি করেই এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

এদিন পাকিস্তানের প্রসঙ্গ টেনেও ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর সঙ্গে অন্য দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির তুলনা করেন তিনি। শমীকের বক্তব্য, ভারতের গণতন্ত্রের শক্তি তার সংবিধান। অথচ কিছু মানুষ সেই সাংবিধানিক ব্যবস্থাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে চাইছেন। দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংবিধানের এই গণতান্ত্রিক সাফল্যও ভারতীয়দের গর্বের বিষয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। বুধবার রাজ্যের



সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়েও তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। তবে একটি পারিবারিক বিষয় বলে উল্লেখ করে এ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি শমীক। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের কোন্দল ও পারিবারিক প্রসঙ্গ নিয়েও এদিন মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বা মা-মেয়ের পারিবারিক বিষয় নিয়ে আমাদের কথা বলার কোনো অধিকার নেই। তবে যেভাবে দলটা তৈরি হয়েছিল, আজ তারই ফল দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, সংসদে ও মানুষের ভোটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতই আরও শক্ত হবে। এর বেশি কিছু বলতে চাই না। অন্য দিকে, তৃণমূলের আমলে রাজ্যের দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং সিন্ডিকেট রাজের অভিযোগ নিয়েও এদিন সরব হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। এরপরেই রাজ্যের পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুর চড়ান শমীক ভট্টাচার্য। বিগত আমলের সরকারি হাসপাতালগুলির দুরবস্থার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, সে সময় হাসপাতালে জীবনদায়ী ওষুধ (ইমিউনোসাপ্রেস্যান্ট) কোথায় ছিল? চিকিৎসকদের অবস্থা কী ছিল? যেদিকেই তাকানো যেত, সেদিকেই থার্ড পার্টি বা দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য চোখে পড়ত। রাজ্যে কার্যত একটা থার্ড পার্টি সরকার চলত। বিগত আমলের ঘুষ ও সিন্ডিকেট রাজের অভিযোগ তুলে ধরে শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বর্তমান সরকার এই সমস্ত অনিয়ম চিহ্নিত করেছে এবং 'জিরো টলারেন্স' বা শূন্য সহনশীলতার নীতি নিয়ে সিন্ডিকেট রাজ উপড়ে ফেলছে। সবশেষে তিনি জানান, মানুষের স্বার্থে কাজ করার জন্য হাতে সময় কম, তাই সারাদিন ধরেই কাজ করতে হবে। তবে দেশ ও সংবিধান বিরোধী যেকোনো চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ লাগাতার চলবে, এই আন্দোলন কোনোভাবেই থামবে না।

শেখ হাসিনাকে দেশে আহ্বান জানানোর আবেগ

মালদা সীমান্ত দিয়ে আওয়ামী লীগের সদস্যদের বাংলাদেশে ফেরার হিড়িক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়েছে আন্দোলন। আর এই পরিস্থিতিতেই মালদার ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তের পথ দিয়েই ধীরে ধীরে যেতে শুরু করেছেন ওপার থেকে পালিয়ে আসা আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মীরা। তাঁরা বলেন, 'জীবনের মায়া ত্যাগ করে এবারে পরিবার নিয়ে বৈধভাবেই বাংলাদেশ ফিরে যাচ্ছি। কারণ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন বলে আন্দোলন শুরু হয়েছে। আর সেই আন্দোলনেই আমরাও সামিল হতে প্রস্তুত। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই প্রাণ বাঁচানোর জন্যই পরিবার নিয়েই ভিসা পাসপোর্টের মাধ্যমে ভারতে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে অনেক আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের। আবার বাংলাদেশে দলের অনেকেই খুন হয়েছেন। কিন্তু এখন নতুন করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা ফেরার বার্তা পেতেই ঝড় উঠেছে সাধারণ মানুষের মধ্যেই। তারজন্যই দেশে ফেরার তোড়জোড় শুরু করেছেন দলের সমস্ত নেতাকর্মীরা।



বুধবার দুপুরে মালদার মহদিপুর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তে বেশ কিছু বাংলাদেশী নাগরিকদের দেশে ফিরতে দেখা যায়। ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে যাওয়ার পথেই ওইসব আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা বলেন, 'গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মন্দিঋষির নতুন বেশ কিছু জেলা ও উপজেলার মানুষেরা দেখিয়ে দিয়েছে শেখ হাসিনার জন্য তারা কতটা জীবন দিয়ে লড়তে ইচ্ছুক।'

উল্লেখ্য, আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফিরতে পারেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এনিয়ে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠেছে। শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার দল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বাংলাদেশের রাজপথে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। আবারো নতুন করে সংঘর্ষ, থানা পুড়িয়ে দেওয়া, বিভিন্ন এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের মতোন একাধিক গোলমালের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা। আর এই পরিস্থিতিতেই মালদার মহদিপুর ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সীমান্তেই শুরু হয়েছে বিএসএফের কড়া টহলদারি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার মহদিপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে রয়েছে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা। ওপারে যেমন রয়েছে শিবগঞ্জ থানার সোনামসজিদ স্থলবন্দর। ঠিক এপারেও রয়েছে ইংরেজবাজার থানার মহদীপুর স্থলবন্দর। নতুন করে বাংলাদেশে এই উত্তেজনার ঘটনায় ইতিমধ্যে রপ্তানিতে ভাটা পড়েছে। এদিন বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদের আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সদস্য হাবিবুর রহমান তার পরিবার এবং কয়েকজন দলীয় কর্মীর সঙ্গে বৈধভাবেই ওপারে ফিরে গিয়েছেন। বাংলাদেশে ফেরার মুহূর্তে আওয়ামী লীগের ওই প্রাক্তন সদস্য জানিয়েছেন, গত ছয় মাস ধরে তিনি পরিবার ও দলের কিছু কর্মীদের নিয়েই ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ব্যাঙ্গালুরু থেকে শুরু করে কলকাতা, মালদা, শিলিগুড়ি সমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে হোটেলে থেকেছেন। চিকিৎসার কথা বলেই মূলত তিনি পরিবার নিয়েই এপারে এসেছিলেন। কারণ, আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতাদের বাড়ি পোড়ানোর পাশাপাশি তাদেরকে খুনেরও চেষ্টা চালানো হয় একসময়। জামাত, বিএনপি এবং এনসিপির দলের একাংশ কর্মকর্তারা বাংলাদেশটাকে শেষ করে দিতে চাইছে। ওই দেশে আর এখন ব্যবসা বাণিজ্য বলে কিছু নেই। সর্বত্রই রাজনীতি, লুটপাট চলছে। এই পরিস্থিতিতে রব উঠেছে 'শেখ হাসিনা আসছে, বাংলাদেশ হাসছে।' দলের নেতাকর্মীরা ইতিমধ্যে রাস্তায় নেমে গিয়েছেন। আমরাও শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাতেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি। মালদা জেলা প্রশাসন ও পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে এখনো পর্যন্ত মালদার মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে ১০০ জনেরও বেশি বাংলাদেশী নাগরিক ভিসা ও পাসপোর্টের মাধ্যমে বৈধভাবে ওই দেশে ফিরে গিয়েছেন।

এসআইআরে আবেদনকারীদের নথি যাচাই করতে নামল পুলিশ

পূর্বস্থলী থানায় মানুষের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এসআইআর-এর জেরে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে নাম। সেই নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এবার জুডিশিয়াল ট্রাইবুনালে আবেদনকারীদের নথিপত্র যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করল পুলিশ। পূর্বস্থলী থানার পক্ষ থেকে আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে থানায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সেই নির্দেশ ঘিরেই বুধবার সকাল থেকে পূর্বস্থলী থানায় দেখা যায় কয়েক হাজার মানুষের ভিড়।

জানা গিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার পর নিজেদের নাম পুনরায় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার আশায় একাধিক ব্যক্তি জুডিশিয়াল ট্রাইবুনালের দ্বারস্থ হয়েছেন। সেই সমস্ত আবেদনকারীর জমা দেওয়া নথিপত্র যাচাইয়ের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই পূর্বস্থলী থানার পক্ষ থেকে তাঁদের থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে। সেইমতো বুধবার সকাল থেকেই হাতে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে পূর্বস্থলী থানায় হাজির হতে শুরু করেন আবেদনকারীরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় আরও বাড়তে থাকে। কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে থানা চত্বরে তৈরি হয় ব্যাপক ভিড়ের পরিস্থিতি।

ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার আশায় নথি যাচাইয়ের জন্য থানায় হাজির হন আবেদনকারীরা। এসআইআরকে কেন্দ্র করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, এদিন পূর্বস্থলী থানার উপচে পড়া ভিড় যেন তারই প্রতিফলন। সাধারণ মানুষেরা জানিয়েছেন, গত প্রায় এক বছর ধরে তাদের চোখে ঘুম নেই। খাওয়া দাওয়া ঠিক করে হয় না। শেষমেশ কি হবে, সেই চিন্তায় তারা পাগল হয়ে যাচ্ছেন। অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছে। শেষ বয়সে তারা কোথায় দৌড়াবে। যদিও পুলিশ এই কাজটি করছে বলে তারা কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন।

রাজনীতির ঊর্ধ্বে মানবিকতা

আহতের পাশে দাঁড়িয়ে নজির প্রশান্ত দিগারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজনীতির ব্যস্ততার মাঝেও মানবিকতার নজির গড়লেন গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার। রাস্তার দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তিকে নিজের গাড়িতে করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে মানবিক উদ্যোগের পরিচয় দিলেন তিনি। বিধায়কের এই তৎপরতায় নতুন করে সামনে এল বিপদের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জানা গিয়েছে, কামারপুকুর ডাকবাংলো মোড় এলাকায় একটি সাইকেল ও টোটোর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে সাইকেল চালক রাস্তায় পড়ে গিয়ে আহত হন। সেই সময় সেলামপুর থেকে আরামবাগের দিকে যাচ্ছিলেন গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার। পথের মধ্যে দুর্ঘটনাটি তাঁর নজরে আসতেই তিনি আর দেরি না করে গাড়ি থামান। এরপর আহত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং দ্রুত তাঁকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে অন্য কোনও গাড়ির অপেক্ষা না করে নিজের গাড়িতেই আহত সাইকেল আরোহীকে তুলে নেন বিধায়ক। এরপর তাঁকে নিয়ে সরাসরি কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছে যান। সেখানে আহত ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগী হন তিনি। বিধায়কের এই তৎপরতায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তি দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছনোর সুযোগ পান। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক প্রশান্ত দিগার বলেন, 'মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোনও রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। একজন মানুষ বিপদে পড়েছেন, তাঁর দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন, সেই মুহূর্তে তাঁকে সাহায্য করাই ছিল আমার প্রথম কর্তব্য। রাজনীতি, দল কিংবা মতাদর্শের ঊর্ধ্বে মানুষের জীবন ও মানবিকতা। জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের পাশে থাকা আমার দায়িত্ব। মানুষের বিপদে, মানুষের প্রয়োজনে পাশে থাকাই আমাদের অঙ্গীকার।' তিনি আরও জানান, জনপ্রতিনিধি হওয়ার অর্থ শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচি বা সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণ করা নয়। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে, বিপদে-আপদে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোও জনপ্রতিনিধির অন্যতম কর্তব্য। মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার বিষয়টি সব সময় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় এলাকায় বিধায়কের এই উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত এক সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ঘটনাটি মানবিকতার বার্তাই বহন করছে। সব মিলিয়ে কামারপুকুর ডাকবাংলো মোড়ের এই ঘটনা আরও একবার মনে করিয়ে দিল, মানুষের বিপদের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াই প্রকৃত মানবিকতার পরিচয়।



মেদিনীপুরে দেড় বছরের মধ্যে নতুন সেতুর প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কাঁথি দিঘা খড়গপুর এবং কলকাতা থেকে মেদিনীপুর শহরে প্রবেশের জন্য কংসাবতী নদীর উপর নির্মীয়মাণ দ্বিতীয় সেতুটির কাজ ২৭ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে জানিয়েছেন মেদিনীপুরের বিধায়ক ড শঙ্কর গুছাইত।

বুধবার তিনি সেতু তৈরি কাজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। বর্তমানে কংসাবতী নদীর উপর একটি পুরনো সেতু রয়েছে। সেতুটি দুর্বল হয়ে পড়ায় ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেই সেতুটির পাশেই আধুনিক প্রযুক্তির ও নিরাপত্তাযুক্ত নতুন সেতু তৈরি করা হচ্ছে। চিপ ইঞ্জিনিয়ার হরপ্রীত সিং জানান, নতুন ফোর লেন সেতুটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি করা হচ্ছে। যা আগামী একশো বছর অনায়াসে ব্যবহার করা যাবে। সেতুটিতে ১২০০ টন পর্যন্ত ওজনের যানবাহন যাতায়াত করতে পারবে। বিধায়ক শংকর গুছাইত জানান, 'পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় যে সমস্ত নির্মাণ কাজ হচ্ছে তার মধ্যে মোহনপুরে কংসাবতী নদীর উপর এই দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ কাজ অন্যতম। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল ৭ দিনের মধ্যে সেতুর কাজ শুরু করার। সেই মতোই কাজ শুরু হয়েছে। আজ কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এসেছি। আমরা চাইছি নতুন সেতুটি যত দ্রুত সম্ভব চালু হোক। কারণ পুরনো সেতুর ওপর দিয়ে ভারী পন্যবাহী যানবাহন যাতায়াত করতে পারে না। তাই ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আমাদের অনুরোধ করা হয়েছে দ্বিতীয় সেতুর কাজ দ্রুত শেষ করতে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য সেতুর সঙ্গে এই সেতুর জন্যও অর্থ বরাদ্দ করেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূল আমলে একবার খোঁড়াখুরির কাজ শুরু হয়েছিল। সবার নারকেল ফাটানোর পরেও তিন বছর কাজ আর এগোয়নি। এবার কাজ শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বারবার কাজের অগ্রগতি জানতে চাইছেন। তাই আমরা এখানে কাজ খতিয়ে দেখলাম। আমাদের আশা নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ হবে। মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্ত রিপোর্ট জানানো হবে।'



পিকনিকের পর পুকুরে নৌকোডুবি

মর্মান্তিক মৃত্যু দুই বন্ধুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পিকনিকের আনন্দ মুহূর্তেই বিষাদে পরিণত হল। পিকনিক সেরে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পুকুরে নৌকাবিহার করতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার মুখে পড়েন ছয় বন্ধু। নৌকাডুবির ঘটনায় জলে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই যুবকের।

মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম থানার অন্তর্গত উত্তর খানপুর গ্রামের কৃষ্ণসাগর পুকুরে। বুধবার সকালে পুকুর থেকে দুই যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ছয় বন্ধু মিলে কৃষ্ণসাগর পুকুরের ধারে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। পিকনিক শেষে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাঁরা একটি নৌকোয় চড়ে পুকুরে নামেন। সেই সময় কোনওভাবে নৌকোটি উল্টে জলে ডুবে যায়।

নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে জলে তলিয়ে যান দুই যুবক। বাকি চার বন্ধু কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। মৃত দুই যুবকের নাম মৃগাঙ্ক ঘোষ ও পৃথ্বী সাহা। দু'জনেরই বাড়ি গঙ্গারামপুরে। তাঁদের সঙ্গে থাকা বাকি চার বন্ধু হলেন অর্ঘদীপ সাহা, সৌরভ রাহা, সৌমক গুহ ও রাজু মালি। বুধবার সকালে পুকুর থেকে মৃগাঙ্ক ও পৃথ্বীর দেহ উদ্ধার করা হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় মৃতদের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে শোকের আবহ।

বইয়ের জন্য পথে বইপ্রেমীরা সিউড়ির রাস্তায় বাম গণসংগঠন



নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি: বইয়ের কোনও জাত হয় না, রং হয় না, ধর্ম হয় না। বই সকলের, বই পড়লেই বাড়ে জ্ঞান। এই বার্তা সামনে রেখে বইয়ের জন্য পথে নামলেন বইপ্রেমীরা। বুধবার বিকেলে বামপন্থী গণসংগঠনগুলির আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিউড়ির বেণীমাধব মোড় থেকে হাতে বই নিয়ে পদযাত্রায় সামিল হন বহু পুস্তকপ্রেমী। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পদযাত্রাটি শেষ হয় সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদ্যোক্তারা বইয়ের সর্বজনীনতা ও সমাজে বই পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সম্প্রতি দুর্গাপুজোয় বামেদের বুক স্টল ঘিরে যে বিরোধিতা তৈরি হয়েছিল, তার বিরোধীদের নাম না করেই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কড়া বার্তা দেন উদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিকাশ রায় ও গোপীনাথ চৌধুরীরা বলেন, বই আগামী দিনে বেঁচে থাকার অন্যতম হাতিয়ার। নতুন প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, সাধারণ মানুষকে বই কিনতে উৎসাহিত করা এবং পাঠাভ্যাসকে আরও প্রসারিত করতেই এই উদ্যোগ। তাঁদের মতে, বই মানুষের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করে, জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। তাই বইকে কোনও রাজনৈতিক রং বা ধর্মের গণ্ডিতে আটকে রাখা যায় না।

বাংলাদেশে অবৈধ প্রবেশকারীদের দেশে ফেরতের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে প্রবেশের অভিযোগে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার কোচবিহারের রাসমেলা ও গৌরীমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে জেলা পুলিশ সুপার মণীশ জোশীকে এই নির্দেশ দেন তিনি। তবে বক্তব্যে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে মুসলিম অনুপ্রবেশকারী এবং হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যে পৃথক অবস্থান স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষা, মহিলাদের নিরাপত্তা, মাদক পাচার ও গো-হত্যা রুখতে পুলিশকে একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

স্কুল পরিদর্শনে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুলে পরিদর্শনে এলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসআই) সুনীল কুমার দাস। জানা গিয়েছে, এটি ছিল অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের রুটিন পরিদর্শন। এদিন তিনি ব্লকের বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুল। পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশ খতিয়ে দেখেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। বিশেষ করে পঠন-পাঠনের মান, মিড ডে মিল বা মধ্যাহ্নকালীন আহার ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের পরিচ্ছন্নতা-সহ বিভিন্ন দিক তিনি গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন। বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে পঠন-পাঠন ও আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একাধিক মূল্যবান পরামর্শও দেন তিনি।

এ বিষয়ে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুনীল কুমার দাস জানান, 'রুটিন পরিদর্শনের অংশ হিসেবে আজ বেশ কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করেছি, তার মধ্যে একটি বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুল।'

৮০ বছর পর পরিহারপুরে সরকারি বিদ্যুতের আলো!

শুরু খুঁটি বসানোর কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: স্বাধীনতার আট দশক পেরিয়ে গেলেও সরকারি বিদ্যুৎ পরিষেবার আলো পৌঁছয়নি গ্রামের ঘরে ঘরে। দীর্ঘদিন ইসিএলের বিদ্যুতের উপর নির্ভর করেই দিন কাটাতে হয়েছে বাসিন্দাদের। কিন্তু খনি বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় সেই পরিষেবাও। অন্ধকারেই কেটেছে বছরের পর বছর। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে জামুড়িয়ার পরিহারপুর গ্রামে। গ্রামে সরকারি বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দিতে শুরু হল বিদ্যুতের খুঁটি বসানোর কাজ। স্বাভাবিকভাবেই এই উদ্যোগে নতুন আশার আলো দেখছেন গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জামুড়িয়ার ৩ নম্বর বাকশিমুলিয়া এলাকার পরিহারপুর গ্রামের গাঙ্গুলি পাড়া, থান্দার পাড়া ও স্কুল পাড়ার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যুৎ সমস্যায় ভুগছিলেন। একসময় ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের (ইসিএল) মাধ্যমে এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। কিন্তু কয়লাখনির কাজ বন্ধ হতে শুরু করার পর থেকেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা। বাসিন্দাদের দাবি, ২০১১-১২ সালের পর থেকে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর ধরে কার্যত বিদ্যুৎহীন অবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছে তাঁদের। গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে বিজেপি বিধায়ক ডঃ বিজন মুখার্জির কাছে সরকারি বিদ্যুৎ সংযোগের দাবি জানিয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের সেই সমস্যার কথা শুনে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালুর আশ্বাস দিয়েছিলেন বিধায়ক। অবশেষে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর উদ্যোগে পরিহারপুরের তিনটি পাড়ায় বিদ্যুতের খুঁটি বসানোর কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন জামুড়িয়ার বিধায়ক ডঃ বিজন মুখার্জি। এদিন বিধায়ক জানান, 'যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করে আগামী নতুন বছরের আগেই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু খুঁটি বসানোই নয়, গ্রামেই বিশেষ আবেদন শিবিরের ব্যবস্থা করে বাসিন্দাদের বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।' অন্যদিকে, জামুড়িয়া বিদ্যুৎ দপ্তরের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ গুপ্তাও চলতি বছরের মধ্যেই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা চালুর আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিধায়ককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।



ছাতনা বিধানসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেয়াদ পার হওয়া ওষুধে ভরে

অভিযোগ ছাতনা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের ছাতনা বিধানসভা এলাকার আরও একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেয়াদ পার হওয়া ওষুধ পাওয়া গেছে। এমনই অভিযোগ তুলে সোমবার সরব হন ছাতনার বিজেপি বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। এনিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে জেলা জুড়ে। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর-২৬ তারই বিধানসভা এলাকার অন্য একটি হাসপাতালে মেয়াদ পার হওয়া ওষুধ পেয়ে ছিলেন বলে সরব হয়েছিলেন।

গত সোমবার নিজের বিধানসভা এলাকার কমলপুর আয়ুষ্মান আরোগ্য নিকেতন পরিদর্শনে যান বিধায়ক সত্যনারায়ণবাবু। তার অভিযোগ সেই সরকারি হাসপাতালে যত ওষুধ, ওআরএস এবং ইঞ্জেকশন মজুত রয়েছে তার বেশির ভাগই মেয়াদ উত্তীর্ণ। জেলা স্তর স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বিষয়টি তিনি জানিয়েছেন। বিধায়কের এই পরিদর্শনের ভিডিয়োও আগেরটির মত সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। এই মেয়াদ উর্ত্তিণ ওষুধ রোগীদের দেওয়া হয় কিনা হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে জানতে চান বিধায়ক। এবিষয়ে কোন উত্তর দেয়নি স্বাস্থ্যকর্মীটি। বিষয়টি ফোন করে জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের জানান বিধায়ক। তিনি বলেন, 'গত ১৫ বছরের কর্মসংস্কৃতি ভুলতে পারছেন না অনেকে। তার জেরে এমন ঘটনা ঘটছে। ওই হাসপাতালে থাকা অধিকাংশ ওষুধ মেয়াদ উত্তীর্ণ। তিনি সেগুলোর নমুনা সংগ্রহ করেছেন। তিনি বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা শাসককেও জানিয়েছেন। তবে বাঁকুড়ার উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সজল বিশ্বাস অবশ্য স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে মেয়াদ পার হওয়া ওষুধ কোনও রোগীকে দেওয়া হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে তার বক্তব্য, হাসপাতালে ওই ওষুধ জমিয়ে না-রাখলেই ভাল হত। কেন এমনটা ঘটল তা জানতে চেয়ে ইতিমধ্যে নোটিস দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের জবাব মিললে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এখানেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের বক্তব্য, জেলার হাসপাতালগুলিতে ওষুধ কত মজুত আছে, সেগুলি কতদিন ধরে আছে, রোগীদের কত দেওয়া হয়েছে এবং কোন ওষুধের চাহিদা কেমন তার সম্পূর্ণ হিসাব রাখতে হয়। হাসপাতালের মেয়াদ পার হওয়া ওষুধেরও হিসাব থাকে। উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সেগুলি যখন ও যেভাবে খুশি সরিয়ে ফেলা যায় না। এই পদ্ধতি শাঁখের করাতের মত। এদিকে বুধবার ইন্দপুর হাসপাতালে আসা রোগীর পরিজন সনাতন কোলে, মাধব লায়েক, অনুপমা নস্কর, লতিকা দত্ত জানান যে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ স্থানীয় বিডিওকে সঙ্গে নিয়ে এই ইন্দপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে ছিলেন ছাতনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। তিনি হাসপাতালের ওষুধের স্টোর রুমেও ঢুকে ছিলেন। সেসময় বিধায়ক অভিযোগ করে ছিলেন যে মেয়াদ পার হওয়া প্রচুর ওষধ রয়েছে সেখানে। হাসপাতালের ওয়ার্ডে পাশাপাশি বেডে রাখা হয়েছে ম্যালেরিয়া ও ডায়েরিয়ার রোগীদের। এমনকি সন্দেহজনক বেশ কয়েকজন ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ার রোগীকেমশারি ছাড়াই রাখা হয়েছে হাসপাতালের বেডে। তার পর দেড় মাস হয়ে গেছে কিন্তু বেডের সমস্যা মেটেনি। ওষুধ নিয়ে কি হল তাও তাদের জানা নেই।

ইন্দপুর হাসপাতালে বেডের অভাব সহ পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। একই সঙ্গে বিধায়কের অন্য অভিযোগগুলির যথাযথ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

সিঙ্গুরে বদলের হাওয়া!

রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে সেচ মন্ত্রী, শিল্পের জন্য জমি দিতে প্রস্তুত অনিচ্ছুকরাও

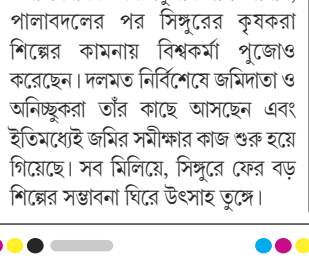

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: জগদ্ধাত্রী পুজোর মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সিঙ্গুরে শিল্পের আশ্বাস দিতেই আশায় বুক বাঁধছেন স্থানীয়রা। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারের পরিত্যক্ত জমিতে বেড়েছে ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক কৃষকদের আনাগোনা। এই আবহেই মির্জাপুর বাঁকিপুরে সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্যতম মুখ তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলেন বর্তমান সেচ মন্ত্রী তথা সিঙ্গুরের বিজেপি বিধায়ক অরূপকুমার দাস। শিল্পস্থাপন নিয়ে দু'জনের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে রবীন্দ্রনাথবাবু বলেন, 'টাটা চলে যাওয়ায় রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। যিনি ক্ষতি করেছেন, মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অশোক লেল্যান্ডের মতো ভারী গাড়ি শিল্পের কথা বলায় নতুন আশা জেগেছে।' বয়সের কারণে নিজে যেতে না পারলেও সকলকে শিল্পের স্বার্থে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। তাঁর দাবি, অনেক অনিচ্ছুক কৃষকও এখন জমি দিতে চেয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। অন্যদিকে সেচ মন্ত্রী তথা বিধায়ক অরূপকুমার দাস জানান, পালাবদলের পর সিঙ

রাস উৎসবে শান্তিপুরবাসীর দাবি পূরণ করলেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের পর এবার রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী এলেন শান্তিপুরের ঐতিহ্যবাহী রাসে। শান্তিপুর আগমেশ্বরী ইয়ংস্টাফ, বড় শিব, থানারমোড় এই তিন বারোয়ারি তিনি ঘুরে পরিক্রমা করেন। প্রত্যেক জায়গায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন।পরিবহণ মন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন, 'শান্তিপুরের মধ্যে দিয়ে আবারও আগের মতই চলবে সরকারি বাস পরিষেবা।' নদিয়ার ঐতিহ্যবাহী শান্তিপুরের রাস উৎসবে যোগ দিয়ে এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। স্থানীয় একটি পূজা কমিটির মঞ্চে উপস্থিত হয়ে তিনি উদ্যোক্তা ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে রাস উৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরবর্তীতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি রাজ্যের ধর্মীয় স্থানগুলোর উন্নয়ন, শান্তিপুরের পরিবহণ ব্যবস্থা এবং শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। মন্ত্রী জানান, 'রাজ্যে দুর্গাপূজা,



কালীপুজো ও জগদ্ধাত্রী পূজার পাশাপাশি শান্তিপুরের রাস উৎসবও আজ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। আগামী দিনে রাজ্যের সমস্ত ধর্মীয় স্থান ও মন্দির কমিটির পরিকাঠামোগত সুবিধার্থে সরকার পাশে দাঁড়াবে, তবে মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব মন্দির কমিটির হাতেই থাকবে।' এদিন শান্তিপুরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি মেনে শহরের ভেতর দিয়ে বাস চলাচলের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন পরিবহণমন্ত্রী। এছাড়া পরিবেশ দূষণ রোধে অবৈধ মোটর ভ্যান বন্ধ করার প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'চালকদের যাতে কোনও আর্থিক ক্ষতি না হয়, সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে কম সুদে ব্যাংক লোনের মাধ্যমে পিকআপ ভ্যান কেনার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।' শ্রম দপ্তরের কাজকর্মের কথা উল্লেখ করে অর্জুন সিং জানান, 'শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁত শিল্পীদের মজুরি ও বিপণন সমস্যার সমাধানে বস্ত্র মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ চলছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ও মালিকদের এক ছাতার তলায় আনতে একটি বিশেষ পোর্টাল চালু করা হচ্ছে।' পাশাপাশি আগামী ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হতে চলা নতুন লেবার কোডের আওতায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, পিএফ, ইএসআই এবং গ্র্যাচুইটি নিশ্চিত হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। এছাড়া রাজ্যের শিল্প ও চা বাগান পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন মন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্যের ১০৭টি জুটমিল বর্তমানে সচল রয়েছে এবং বন্ধ থাকা ২১টি চা বাগানের মধ্যে ১৪টি দ্রুত খোলার অবস্থায় রয়েছে। চা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ পুজো বোনাসের পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত ৫,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা কলকারখানাগুলো মালিকপক্ষ চালাতে ব্যর্থ হলে, সরকার তা অধিগ্রহণ করে নতুন উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেবে বলেও তিনি জানান।

নবদ্বীপের রাসের বাজনা বন্ধ করতে মণ্ডপ পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব। রাস পূর্ণিমার রাতে আলোর রোশনাই, দর্শনার্থীদের ভিড় আর মণ্ডপে মণ্ডপে উৎসবের আবহে মেতে ওঠে গোটা শহর। কিন্তু উৎসবের আনন্দের মাঝেই রাত ১টার পরেও বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে বাজনা বাজানোর খবর পৌঁছয় নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামীর কাছে। আর সেই খবর পাওয়ার পরেই আর ঘরে বসে থাকলেন না বিধায়ক। রাত দেড়টার পর নিজেই স্কুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন শহরের বিভিন্ন অলিগলি ও পুজো মণ্ডপ পরিদর্শনে। এক মণ্ডপ থেকে অন্য মণ্ডপ, এভাবেই রাতের অন্ধকারে স্কুটি চালিয়ে নবদ্বীপের বিভিন্ন বারোয়ারি পুজো কমিটির প্যান্ডেলে পৌঁছন বিধায়ক। সেখানে গিয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং হাতজোড় করে বাজনা বন্ধ করার অনুরোধ জানান। এত রাতে বিধায়ককে এভাবে স্কুটি চালিয়ে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরতে দেখে প্রথমে কার্যত হতবাক হয়ে যান পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। তবে বিধায়কের অনুরোধে বিশেষ কোনও আপত্তি করেননি পুজো কমিটির সদস্যরা। তিনি মণ্ডপে পৌঁছে অনুরোধ করতেই একে একে বন্ধ হয়ে যায় বাজনা। নবদ্বীপের রাস উৎসবের ইতিহাসে এই দৃশ্য অনেকের কাছেই ছিল ব্যতিক্রমী। উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের শান্তি ও স্বস্তির কথাও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ, রাতের রাস্তায় ঘুরে সেই বার্তাই দিলেন বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী।

দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে বিপত্তি

ফের ভেঙে পড়ল ফলস সিলিং, অল্পের জন্য রক্ষা স্বাস্থ্যকর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে ফের পরিকাঠামোর নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠল। মঙ্গলবার হাসপাতালের কেবিনে যাওয়ার করিডরের ফলস সিলিং হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। স্টিলের চ্যানেল-সহ সিলিংয়ের সম্পূর্ণ কাঠামো ভেঙে পড়ায় হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অল্পের জন্য রক্ষা পান কর্তব্যরত নার্স, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রোগীরআত্মীয় -পরিজনেরাও। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে কাচের কাঠামো ভেঙে পড়ে আহত হয়েছিলেন দু'জন রোগী। পরপর এই ধরনের ঘটনায় হাসপাতালের পরিকাঠামো, রক্ষণাবেক্ষণ এবং রোগীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে আইএনটিইউসি অনুমোদিত হিন্দুস্তান স্টিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। সংগঠনের সেক্রেটারি রজত দীক্ষিতের নেতৃত্বে বিক্ষোভে সামিল হন শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, হাসপাতালের একাধিক বিভাগ বেসরকারিকরণের পথে হাঁটার ফলেই পরিষেবা ও পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা বাড়ছে। হাসপাতালের টেন্ডারপ্রাপ্ত সংস্থার বিরুদ্ধেও সরব হন তাঁরা। হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে আর্থিক কারণেই কাজের গুণমান ক্রমশ নিম্নমানের হচ্ছে বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের।

একদিকে রোগীদের নিরাপত্তা, অন্যদিকে কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীদের জীবনের ঝুঁকি সব মিলিয়ে দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালের বর্তমান পরিকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large on behalf of our client, PULSE DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED, having its registered office at 75, Sarat Bose Road, 1st Floor, Kolkata - 700026, that our client intends to purchase from MR. AROUSH TAGORE (formerly known as ARUSH MUKHERJEE), son of Late Rudradev Mukherjee, the residential Flat No. 3A on the 3rd Floor, together with three car parking spaces and proportionate undivided share in the land, at Premises No. 75, Sarat Bose Road, P.S. Bhowanipore, Kolkata - 700026, within Ward No. 72 of the Kolkata Municipal Corporation.

The Said Property formed part of the owner's allocation retained by Late Rudradev Mukherjee under the Development Agreement dated 26th December 1998, confirmed by a registered Agreement dated 28th January 2000, pursuant to the registered Deed of Trust dated 8th February 1972 executed by Late Smt. Saroj Bala Debi. Late Rudradev Mukherjee, also known as Rudradev Mukherjee and Rudra Dev Mukherjee, died intestate on 27th February 2013. His marriage with Mrs. Shuddhanta Mukherjee (née Tagore) was registered on 29th July 2002.

The Vendor has represented that his parents were subsequently divorced, that his mother has no right, title or interest in the Said Property and that he is the sole legal heir entitled thereto.

Any person having any right, title, interest, claim or objection in respect of the Said Property is hereby requested to notify the undersigned in writing, along with supporting documents, within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice, failing which the proposed purchase shall proceed on the basis of the available documents and representations, subject to applicable law.

For **PULSE DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED**
Sidhartha Sharma, Advocate
Sharma & Sharma
Nicco House, 2 Hare Street, 2nd Floor,
Kolkata – 700001.
Email: advsidsh@gmail.com

Place: Kolkata
Date: 26-11-2026

SBI — এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯) — দখল বিজ্ঞপ্তি

২৩এ/৪৪এক্স, ৩য় ফ্লোর, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩, ই-মেল- sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [বিধি ৮(১)] — (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং ৩৮৪৭৫৫৮৮০৯০ (এইচবিএল) এবং ৪২৪৪৪৪৬৯২৪ (ইনস্টা টপ-আপ)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪)-এর অধীনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৫.০৮.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে ঋণগ্রহীতা: **শ্রী হারাধন শীট, পিতা - ননী গোপাল শীট, ঠিকানা: দুর্ব্বাচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পশ্চিম সুরেন্দ্রনগর, থানা - পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৪৭** -কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **০৫.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৩,৮৩,২১৭.০০ টাকা (মাত্র তেরো লক্ষ তিরাশি হাজার দুইশত সতেরো টাকা)** তৎসহ তার উপর পরবর্তী সুদ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদার উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৬ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে** নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন **০৫.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৩,৮৩,২১৭.০০ টাকা (মাত্র তেরো লক্ষ তিরাশি হাজার দুইশত সতেরো টাকা)** এবং তার উপর পরবর্তী সুদের জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বেহালার দায়বদ্ধতার অধীন থাকবে।

সুরক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা জামিনদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিক: শ্রী হারাধন শীট।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, থানা এবং এ.ডি.এস.আর. পাথর প্রতিমা-র অধীনে, পরগনা সুন্দরবন-এর অন্তর্গত, তৌজি নং ৩৩২৪, জে.এল. নং ১৬৬/৪১, মৌজা পশ্চিম সুরেন্দ্রনগর-এ অবস্থিত কমবেশি ০৭ (সাত) শতক পরিমাপের দানকৃত বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি এল.আর. খতিয়ান নং ২০২০-এ নথিভুক্ত রয়েছে। দানকৃত সম্পত্তিটিতে ০৭ (সাত) শতক জমি এবং তৎসহ একটি বসতবাড়ি রয়েছে, যার বার্ষিক ধার্য খাজনা ১.৪০ টাকা। আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১৮৬ (একশত ছিয়াশি)-এর অধীনে মোট বাস্তু জমির পরিমাণ ১৪ শতক, যার মধ্যে ০৭ (সাত) শতক দান করা হয়েছে। চৌহদ্দি: উত্তরে: ৮ ফুট চওড়া সরকারি কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণে: দাতার নিজস্ব শালি (কৃষি) জমি, পূর্বে: দাতার বাস্তু জমির অন্তর্গত একই দাগের অবশিষ্ট অংশ, পশ্চিমে: চিত্তরঞ্জন বেরার দাগ নং ১৮৭।

তারিখ: ২৩.১১.২০২৬, স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD — জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর

২য় ফ্লোর, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, জি ডি - ৩৭৭ এবং ৩৭৮, সেক্টর - ৩, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০১০৬, ই-মেল: zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নলিখিত শাখাগুলির নিম্নলিখিত **লকার হোল্ডারদের** প্রতি এই নীতিগত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যাঁরা বকেয়া লকার ভাড়া পরিশোধ করেননি এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন অনুস্মারকের কোনো উত্তর দেননি।

নিম্নে উল্লিখিত **লকার হোল্ডারগণ / আইনি উত্তরাধিকারীদের** এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লকারের ভাড়া পরিশোধ করা না হলে, ব্যাঙ্ক লকারগুলি ড্রিল করে খুলতে বাধ্য হবে।

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, লকারের মধ্যে কোনো সামগ্রী থাকলে তা বিক্রি করা হবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ বকেয়া লকার ভাড়া ও লকার ভাঙার খরচের বিপরীতে সমন্বয় করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যাঙ্ক লকার হোল্ডারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ক্র. নং.	শাখার নাম	লকার ভাড়াটিয়াদের নাম	এসডিভি অ্যাকাউন্ট নং	বকেয়া লকার ভাড়ার পরিমাণ (টাকায়)	যে তারিখ থেকে লকারের বকেয়া অর্থ বাকি রয়েছে
১.	কলকাতা বড়বাজার	বিনোদ কুমার রুইয়া	৪৫০১৭৪৬১৭৬	১২৩৭০/-	৩০-০৬-২০২১
২.	কলকাতা বড়বাজার	রেণু সোমানি	৪৫০১৬৬৫৫৩৭	১৩৩২৪/-	৩০-০৬-২০২১
৩.	কলকাতা বড়বাজার	রেণু সোমানি	৪৫০১৬৬৫৪৪৬	১৩৩২৪/-	৩০-০৬-২০২১
৪.	কলকাতা বড়বাজার	চন্দ্র কলা ঝাঁওয়ার	৪৫০১৬৬২৮৩১	৯৭৮৪/-	৩০-০৬-২০২৩
৫.	কলকাতা বড়বাজার	গোপাল শাস্ত্রী	৪৫০১৬৭৬৭৭৪	১১২৬২/-	৩০-০৬-২০২২
৬.	কলকাতা বড়বাজার	সুরেশ কুমার গোয়েল	৪৫০১৬৬৩০০৬	১২৩২৪/-	৩০-০৬-২০২১

তারিখ: ২৬.১১.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

BOI Bank of India — দুর্গাপুর জোনাল অফিস — দখল বিজ্ঞপ্তি

৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩।

(স্থাবর সম্পত্তিগুলির জন্য) — পরিশিষ্ট - ৪, [বিধি-৮(১) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম)**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে ঋণগ্রহীতাগণকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিগুলি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন নিম্নে উল্লিখিত অর্থ এবং তার উপর সুদের জন্য **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** দায়বদ্ধতার অধীন থাকবে।

[সুরক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে]।

ক্র. নং.	ক. ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম খ. শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া অর্থের পরিমাণ
১.	**শ্রীমতী অর্চিতা চট্টোপাধ্যায়** এবং **শ্রী রবিকরণ চট্টোপাধ্যায়** **খ. শাখা: বর্ধমান**	মৌজা - রাধানগর, জে.এল. নং - ৩৯, কালীবাজার ইস্ট লেন, নূতনপল্লী, এল.আর. প্লট নং ৭৪৮২, এল.আর. খতিয়ান নং - ৭৩৫৮ এবং ৭৩৫৯, ওয়ার্ড নং ৮, হোল্ডিং নং ৭২, বর্ধমান পুরসভা, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০১-এ অবস্থিত দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ১ম ফ্লোর-এর ফ্ল্যাট নং বি সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **চৌহদ্দি:** উত্তরে: অন্যদের ভবন দ্বারা; দক্ষিণে: পুরসভার রাস্তা দ্বারা; পূর্বে: শ্রীমতী রায়ের খোলা জমি দ্বারা; পশ্চিমে: পুরসভার রাস্তা দ্বারা — (ফ্ল্যাট): শতাব্দী চ্যাটার্জীর ফ্ল্যাট দ্বারা; খোলা আকাশ ও অন্যদের ফ্ল্যাট দ্বারা; করিডোর এবং সিঁড়ি দ্বারা; খোলা আকাশ দ্বারা	**ক) ২৩.১১.২০২৬** **খ) ২৯.০৮.২০২৬** **গ) ১৬,৪৭,২২১.৭৭ টাকা (ষোলো লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত একুশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা)** তৎসহ ৩০.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে অধার্যকৃত সুদ।
২.	**শ্রী দেবব্রত ব্যানার্জী** এবং **দেবাশীষ ব্যানার্জী** **খ. শাখা: বর্ধমান**	মৌজা - নাড়ী, জে.এল. নং - ৭০, এল.আর. প্লট নং ৮৫১, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৩০৪ এবং ৪৩০৫, প্লট নং ১৯৭৫, প্লট নং ২, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০১-এ অবস্থিত **শ্রী দেবাশীষ ব্যানার্জী এবং শ্রী দেবব্রত ব্যানার্জীর** নামে থাকা কমবেশি ৩.৭০ শতক বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **চৌহদ্দি:** উত্তরে: বাবলু ঘোষের বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে: নব কুমার দাসের বাড়ি দ্বারা, পূর্বে: পুরসভার রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে: ঝন্টু নাহার বাড়ি দ্বারা।	**ক) ২৩.১১.২০২৬** **খ) ১৭.০৮.২০২৬** **গ) ৯,৬৯,১০১.৭৪ টাকা (নয় লক্ষ উনসত্তর হাজার একশত এক টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা)** তৎসহ সুদ ও চার্জ।

তারিখ: ২৩.১১.২০২৬, স্থান: বর্ধমান — **অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১), কলকাতা — ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

জীবন দীপ বিল্ডিং, ১১তম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
শাখার ই-মেল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

অনুমোদিত আধিকারিকের বিবরণ: নাম: সুভদ্রা বড়ুয়া, ই-মেল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং: - ৯৭৪১০৬৮৯৮৯

পরিশিষ্ট - ৪-এ

[বিধি ৮(৬) এবং বিধি ৯(১)-এর অনুবিধি দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) এবং বিধি ৯(১)-এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৬.১২.২০২৬
সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ৫ মিনিটের সীমাহীন সময়সীমা বৃদ্ধি সহ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট বন্ধক/চার্জকৃত নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি, যার বাস্তবিক দখল সুরক্ষিত পাওনাদার **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) **(মেসার্স নয়ন শাড়ি হাউস-এর স্বত্বাধিকারী এবং হোম লোনের সহ-ঋণগ্রহীতা) শ্রী পলাশ দেব এবং শ্রীমতী রীনা দেব (জামিনদার)-এর** নিকট থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা **৩০.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১,২১,৩৭,৮৩১.০০ টাকা** (তৎসহ পরবর্তী কোনো অর্থপ্রদান সমন্বয়ের পর উক্ত অর্থের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ) পুনরুদ্ধারের জন্য **আগামী ১৬.১২.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত** https://baanknet.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

জ্ঞাত দায়ভার (যদি থাকে) সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না অর্থ জমা (ইএমডি)
১. মৌজা: উদয়পুর, জে.এল. নং ৭৩, আর.এস. নং এবং এল.আর. দাগ নং ৪৭১, ৪৭১/১৪২২, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৬২, থানা - শান্তিপুর, নদীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গ্রাম ফুলিয়া বেলেমাঠ, পোঃ - ফুলিয়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১৪০২-এ অবস্থিত ৩৯২০.৪০ বর্গফুট (৫.৪৪৫ কাঠা) পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জমি ও ভবনের (গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১ম ফ্লোর এবং ২য় ফ্লোর) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এটি ২০.০৭. তারিখের দলিল নং ১-২৬১৭ এবং দলিল নং ১-২৬১৮ মূলে এ.এস.এস.আর. শান্তিপুরে নিবন্ধিত। চৌহদ্দি: উত্তরে: শ্রী সত্যেন পালের একতলা ভবন। দক্ষিণে: মালিকের জমি এবং শ্রী বিদ্যুৎ দাসের একতলা ভবন। পূর্বে: শ্রী দুর্গাচরণ পালের জমি। পশ্চিমে: যাতায়াতের পথ এবং শ্রী চন্দন বিশ্বাসের বহুতল ভবন। ২. মৌজা: উদয়পুর, জে.এল. নং ৭৩, আর.এস. নং এবং এল.আর. দাগ নং ৪৭১, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৬২, থানা - শান্তিপুর, নদীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গ্রাম ফুলিয়া বেলেমাঠ, পোঃ - ফুলিয়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১৪০২-এ অবস্থিত ১০৭৮.১১ বর্গফুট (১.৫০ কাঠা) পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফাঁকা জমির (প্রাচীরঘেরা) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এটি ১২.১২.২০১২ তারিখের দলিল নং ১-৫৭১২ মূলে এ.এস.এস.আর. শান্তিপুরে নিবন্ধিত। চৌহদ্দি: উত্তরে: মালিকের তিনতলা ভবন। দক্ষিণে: ১০ ফুট চওড়া রাস্তা। পূর্বে: শ্রী বিদ্যুৎ দাসের জমি। পশ্চিমে: শ্রী আগমনী ঘোষের একতলা ভবন। উভয় সম্পত্তিই একটি একক সীমানা প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় একটি একক সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। **(বাস্তবিক দখল গৃহীত হয়েছে)।**	**৬৮.৯৪ লক্ষ টাকা**	**৬,৮৯,৪০০.০০ টাকা** **যোগাযোগের ব্যক্তি: ৯৭৪১০৬৮৯৮৯, ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬** **পরিদর্শনের তারিখ: ০৭.১২.২০২৬** **বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ২৫,০০০.০০/- টাকা**

ক্রীড়ামন্ত্রীর আবেদনে ডার্বির টিকিটের দাম কমাল ইস্টবেঙ্গল



নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ডার্বির আগে টিকিটের চড়া দাম নিয়ে সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে পড়েছিল ইস্টবেঙ্গল। শেষ পর্যন্ত রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁয়ের আবেদনে টিকিটের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিল লাল-হলুদ কর্তৃপক্ষ। আগামী ২৯ নভেম্বর আইএসএলের কলকাতা ডার্বিতে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। তার আগেই নতুন মূল্যতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি যাঁরা ইতিমধ্যে বেশি দামে টিকিট কিনেছেন, তাঁদের অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে ক্লাব।

ডার্বির টিকিট বিক্রি শুরু হতেই দাম নিয়ে অসন্তোষ ছড়ায় সমর্থকদের মধ্যে। পুরনো তালিকায় টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ৩০০ টাকা। বিভিন্ন বিভাগের টিকিটের দাম ৪০০, ৪৯৯, ৬০০, ৭৫০, ১০০০ থেকে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। সাধারণ সমর্থক ও ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে দাম কমানোর আবেদন জানান ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। তাঁর বক্তব্য, আর্থিক কারণে কোনও ফুটবলপ্রেমী যেন মাঠে বসে ডার্বি দেখা থেকে বঞ্চিত না হন।

ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, টিকিটের দাম নিয়ে অনেক অভিযোগ আসছিল। সেই কারণে ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে বৈঠক করা হয়। এরপরই নতুন দাম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নতুন মূল্যতালিকা অনুযায়ী, ডার্বির টিকিট পাওয়া যাবে ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০ এবং ৫৫০ টাকায়। ক্লাব সদস্যদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। ৩০০ টাকার টিকিট তাঁরা পাবেন ১৫০ টাকায়। যাঁরা আগের দামে টিকিট কিনেছেন, তাঁদের অতিরিক্ত অর্থও ফেরত দেওয়া হবে।

আগামী ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শুরু হবে ডার্বি। টিকিটের দাম কমায় এবার গ্যালারিতে সমর্থকদের উপস্থিতি বাড়বে বলে আশা ক্লাব কর্তৃপক্ষের।

বেসিন রিজার্ভের পুনরাবৃত্তি নয় হ্যাগলেতে! এবার পেসের সাথে বাউন্সেরও আশায় গিলবাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেসিন রিজার্ভে পাঁচ দিনের লড়াই শেষ পর্যন্ত কোনও ফলাফল এনে দিতে পারেনি। বরং ব্যাটিং সহায়ক পিচে দুই দলের বোলারদের দীর্ঘ লড়াই কার্যত নিষ্ফলা হয়ে থেকেছে। আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলে ওভালে শুরু হতে চলেছে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে ক্রিকেটমহলে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, হ্যাগলে ওভালের বাইশ গজ কি বেসিন রিজার্ভের মতোই ব্যাটারদের স্বর্গ হয়ে উঠবে? নাকি এবার বল হাতে বাড়তি সুবিধা পাবেন পেসাররা? বিশেষ করে ভারতীয় বোলাররা কি নিজেদের দক্ষতা দেখানোর মতো পরিবেশ পাবেন?

ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে প্রথম টেস্টের আগে পিচের চেহারা দেখে অনেকেই পেসারদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জের আশঙ্কা করেছিলেন। চারদিকে সবুজ ঘাসে ঢাকা বাইশ গজ দেখে মনে হয়েছিল, শুরু থেকেই সুইং, গতি এবং বাউন্সের দাপট দেখা যাবে। কিন্তু বাস্তবে প্রথম দিনের শুরুর কয়েক ঘণ্টা বাদ দিলে পিচ থেকে বিশেষ কোনও সাহায্য পাননি বোলাররা। ম্যাচ যত এগিয়েছে, ততই ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ হয়ে উঠেছে বাইশ গজ। ফলে দুই দলের বোলাররা চেষ্টা চালিয়েও ম্যাচের ফল নিজেদের পক্ষে আনতে পারেননি।

তবে দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু হ্যাগলে ওভাল নিয়ে আশাবাদী নিউজিল্যান্ডের ব্যাটার ড্যারিল মিচেল। তাঁর মতে, বেসিন রিজার্ভের তুলনায় হ্যাগলে ওভালে পেস এবং বাউন্স বেশি থাকবে। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে গ্লেন ফিলিপসের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়ে নিউজিল্যান্ডকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন মিচেল। অপরাজিত ৪৯ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। তাই হ্যাগলের উইকেট নিয়ে তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

মিচেলের ব্যাখ্যা, বেসিন রিজার্ভের পিচের চরিত্রই কিছুটা আলাদা। ম্যাচের শুরুতে সবুজ ঘাস থাকলেও ধীরে ধীরে সেই উইকেট ব্যাটিংয়ের উপযোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রথম টেস্টে পিচ এতটা মন্থর হয়ে যাবে এবং বল এতটা নিচু হবে, তা তাঁদের ধারণার বাইরে ছিল। হ্যাগলে ওভালে সেই একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হবে বলে তিনি মনে করছেন না। ফলে দ্বিতীয় টেস্টে পেসারদের জন্য তুলনামূলক অনুকূল পরিবেশ থাকার সম্ভাবনা দেখছেন নিউজিল্যান্ডের এই ব্যাটার।

প্রথম টেস্টে ভারতীয় বোলারদের লড়াইয়েরও প্রশংসা করেছেন মিচেল। তাঁর মতে, নিষ্প্রাণ পিচে দীর্ঘ সময় ধরে একইরকম পরিশ্রম করে যাওয়া সহজ কাজ নয়।

তবুও জয়ের লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন জশপ্রীত বুমরাহরা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভারতীয় দলের লড়াকু মানসিকতাকে সম্মান জানিয়েছেন তিনি।

তবে দুই দলের ক্রিকেটারদেরই সামনে দ্বিতীয় টেস্ট থাকায় বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। সেই কারণেই একটা সময়ের পর ম্যাচ চালিয়ে যাওয়ার বিশেষ অর্থ দেখে নি কোনও দল।

অন্যদিকে, প্রথম টেস্টের ড্র ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াইকে যথেষ্ট কঠিন করে দিয়েছে। চলতি চক্রে ভারতের হাতে এখনও ছয়টি টেস্ট রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ম্যাচ জিতলেও ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। বর্তমানে পয়েন্ট তালিকায় চার নম্বরে থাকা শুভমান গিলের দলের সামনে তাই বড় চ্যালেঞ্জ। বাকি ম্যাচগুলিতে শুধু জয় নয়, অন্য দলগুলির ফলাফলের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে ভারতকে।

প্রথম টেস্টের পর ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স এবং মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কয়েক জন প্রাক্তন ক্রিকেটারও। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদ। তাঁর অসন্তোষের কেন্দ্রে রয়েছে দলের মনোভাব এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধরন। ফলে দ্বিতীয় টেস্টের আগে ভারতীয় শিবিরের উপর চাপ আরও বেড়েছে।

হ্যাগলে ওভালের দ্বিতীয় টেস্ট ভারতের কাছে ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ। পিচে সত্যিই যদি গতি ও বাউন্স থাকে, তা হলে বুমরাহদের সামনে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ থাকবে।

পাশাপাশি ব্যাটারদেরও নিউজিল্যান্ডের পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। বেসিন রিজার্ভের হতাশা ভুলে ভারতীয় দল সিরিজে সমতা ফেরাতে পারে কি না, এখন সেটাই দেখার।

কনভেনার বিশ্বজিৎ মুখার্জীর প্রচেষ্টা

রাজীব দত্তের প্রশিক্ষণে ক্রিকেট কোচেদের কোচিং কোর্স



লেভেল এ কোচেস কোর্স করাচ্ছেন ফ্যাকাল্টি এনসিএ লেভেল বি কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার অন্যতম সেরা কোচেদের একজন রাজীব দত্তের প্রশিক্ষণে কলকাতায় আয়োজিত হল ক্রিকেট কোচেদের প্রশিক্ষণ শিবির। বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৬ থেকে ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় লেভেল এ কোচেস কোর্স। বিসিসিআই লেভেল ৩ কোচ রাজীব দত্ত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রধান ফ্যাকাল্টি ছিলেন। ২০০৯ সাল থেকে এনসিএ ও বিসিসিআই সিওই-র কোচ ও ফ্যাকাল্টি হিসেবে যুক্ত তিনি। ভারতের পুরুষ ও মহিলা দলকে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ২০২৩ সালের এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন রাজীব। তিনি প্রাক্তন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটারও। কোর্সে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং, উইকেটকিপিং, প্রশিক্ষণের পদ্ধতি এবং কোচিং দক্ষতার মূল্যায়নের মতো বিষয় শেখানো হয়। কোর্সের কনভেনার ও ফ্যাকাল্টি ছিলেন বিশ্বজিৎ মুখার্জী। এছাড়াও ফ্যাকাল্টি হিসেবে ছিলেন এনসিএ লেভেল বি কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জী ও অরিজিৎ মজুমদার। সংগঠনের সভাপতি রাজেশ দানি এবং সেক্রেটারি বিশ্বজিৎ পাটওয়ারীর তত্ত্বাবধানে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

কেনরা ব্যাঙ্ক Canara Bank

ভারত সরকার का उपक्रम — A Govt. of India Undertaking

সিন্ডিকেট Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর
কলকাতা-৭০০ ০১৬
ই-মেল: cb2364@canarabank.com

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
তারিখ
১১.১২.২০২৬

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধানের অধীনে দখল নেওয়া নিচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি ই-অকশনের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করা হবে:

নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে নিচে উল্লিখিত সিকিউরড সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম এবং ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (বকেয়া সুদ সহ) খ) ১৩(২) ধারার অধীনে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) ১৩(৪) ধারার অধীনে দখল নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, ব্রাঞ্চ এবং আঞ্চলিক অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক,** অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) শ্রী অমিত ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** ৩, পাঁচকড়ি মহান্ত লেন, জটাধারী পার্ক, পোঃ- সালকিয়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১ ১০৬।	**ক) ৩১,১৮,৫৮৪.৩৯ টাকা** (একত্রিশ লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশত চুরাশি টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা মাত্র) তৎসহ **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৩.০৬.২০২৬** **গ) ০৮.০৯.২০২৬**	দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৯৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ ৭৫৪ বর্গফুট কার্পেট এলাকা পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪র্থ ফ্লোর (মোজাইক ফ্লোর), যাতে রয়েছে ০২ (দুই)টি বেডরুম, ০১ (এক)টি রান্নাঘর, ০১ (এক)টি ডাইনিং রুম, ০২ (দুই)টি বাথ/শৌচাগার এবং বারান্দা, যা **"শোভা অ্যাপার্টমেন্ট"** ভবনে অবস্থিত, তৎসহ কমবেশি ৫ কাঠা পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা সাতগাছি, জে.এল. নং ২০, ই/পি নং ৬০ (এস.পি. নং ১০৭), সি.এস. দাগ নং ১৯৯ এবং ১২৪-এ দক্ষিণ দমদম পুরসভার সীমানার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১১ (পুরাতন), বর্তমানে ২০/৬, প্রেমিসেস নং ৬৮/৬০, যশোর রোড, আম্রপালি কলোনি, ওয়ার্ড নং ২১, থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০ ০৭৪, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা-তে অবস্থিত। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি: **উত্তরে:** কলোনি রোড দ্বারা, **দক্ষিণে:** ক্ষুদিরাম কলোনি দ্বারা, **পূর্বে:** শ্রী স্বপন দাসের বাড়ি দ্বারা, **পশ্চিমে:** মিউনিসিপ্যাল পার্ক দ্বারা। **(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)**	সম্পত্তি দেখতে স্ক্যান করুন **ক) ৩৩,১০,০০০.০০ টাকা** (মাত্র তেত্রিশ লক্ষ দশ হাজার টাকা) **খ) ৩,৩১,০০০.০০ টাকা** (মাত্র তিন লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্র্যাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ ৩,৩১,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে** উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা দিতে হবে।
২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক,** অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) কুমারী ঋত্বিকা গুপ্তা (ঋণগ্রহীতা),** পিতা: শ্রী সুনীল কুমার গুপ্তা, বি-১১, রবীন্দ্র পল্লী, স্পেস টাওয়ার, জোড়া মন্দির, রাজারহাট, গোপালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯। **সুনীল কুমার গুপ্তা (সহ-ঋণগ্রহীতা),** পিতা: শ্রী পরমেশ্বর প্রসাদ গুপ্তা, বি-১১, রবীন্দ্র পল্লী, স্পেস টাওয়ার, জোড়া মন্দির, রাজারহাট, গোপালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯। **শ্রীমতী নমিতা গুপ্তা (সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা),** স্বামী: শ্রী সুনীল কুমার গুপ্তা, বি-১১, রবীন্দ্র পল্লী, স্পেস টাওয়ার, জোড়া মন্দির, রাজারহাট, গোপালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯।	**ক) ২৬,৬৫,৮৫৩.৬৪ টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার আটশত তিপ্পান্ন টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা মাত্র) তৎসহ **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ৩০.০৪.২০২৬** **গ) ১৩.০৭.২০২৬**	২য় ফ্লোরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত প্রায় ৫১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের ফ্ল্যাট নং ৩/২, যাতে রয়েছে ২টি বেডরুম, ১টি ড্রয়িং ও ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, টয়লেট এবং ১টি বারান্দা, মোজাইক ফ্লোর, ২২ বছরের পুরাতন এবং লিফট বিহীন **"কৃষ্ণবন ওরফে কুঞ্জবন অ্যাপার্টমেন্ট"**-এ অবস্থিত, যা কমবেশি ২ (দুই) কাঠা পরিমাপের জমিতে এবং উক্ত সম্পত্তির পূর্ব দিকে ১২ (বারো) ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ সহ জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা - রাজারহাট, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস - রাজারহাট, সল্ট লেক সিটি, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং পুরাতন রবীন্দ্র পল্লী ২২ নতুন ১৬, হোল্ডিং নং ৩/৯৫, রবীন্দ্রপল্লী, মৌজা - জ্যাংড়া, জে.এল. নং ১৬, আর.এস. খতিয়ান নং ১০৫২, তৌজি নং ৩০২৭, সি.এস. খতিয়ান নং ২৬২, সি.এস. দাগ নং ১১৪, আর.এস. দাগ নং ১৩৫-এ অবস্থিত, বর্তমান ভূমিমালিক পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জেলাশাসক - উত্তর ২৪ পরগনা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকৃত। ফ্ল্যাটটির চৌহদ্দি: **উত্তরে** - ফ্ল্যাট নং ৩/১, **দক্ষিণে** - মিঃ দে-র বাড়ি, **পূর্বে** - ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিমে** - হোন্ডার ১১৫-এর বাড়ি। অ্যাপার্টমেন্টটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ: **উত্তরে** - হাল ১৩৫ জমি, **দক্ষিণে** - হাল ১৩৬ জমি, **পূর্বে** - হাল ১১৫ জমি, **পশ্চিমে** - ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা। **(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)**	সম্পত্তি দেখতে স্ক্যান করুন **ক) ১৭,৯৩,০০০.০০ টাকা** (মাত্র সতেরো লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা) **খ) ১,৭৯,৩০০.০০ টাকা** (মাত্র এক লক্ষ ঊনআশি হাজার তিনশত টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (মাত্র দশ হাজার টাকা) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্র্যাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ ১,৭৯,৩০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে** উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা দিতে হবে।
৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক,** অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),** রুদ্রাণী গ্রিন ভ্যালি, ৩০৩ যশোর রোড, স্পেস এ এবং বি, দোলতলা, মধ্যমগ্রাম, পোঃ - গঙ্গানগর, থানা - মধ্যমগ্রাম, নিউব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা। **শ্রী অমিত চক্রবর্তী (পরিচালক),** পিতা: শ্রী শিল্পী চক্রবর্তী, ৩৩/৩৫, বসুধা অ্যাপার্টমেন্ট, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০ ১৩১। **শ্রী হেনরি অ্যান্থনি (পরিচালক/ বন্ধকদাতা),** পিতা: শ্রী অ্যারিক নান্দান অ্যান্থনি, বৈষ্ণবী গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট ৩বি, ৮২৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, বকুলবীথি, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৩।	**ক) ৪৭,৬৫,৫৩০.৩৯ টাকা** (সাতচল্লিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশত ত্রিশ টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা মাত্র) তৎসহ **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৭.০৬.২০২৬** **গ) ০৯.০৯.২০২৬**	**"বৈষ্ণবী গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট"** নামক ভবনের ৩য় ফ্লোরের পূর্ব দিকে অবস্থিত কমবেশি ৮৭২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের (মোজাইক ফ্লোর) স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩বি, যাতে রয়েছে ২ (দুই)টি বেডরুম, ১ (এক)টি ডাইনিং ও ড্রয়িং রুম, ১ (এক)টি রান্নাঘর এবং ১ (এক)টি শৌচাগার, তৎসহ নিচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং সাধারণ এলাকার অধিকার সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা পূর্ব বড়িশা, জে.এল. নং ২৩-এর সি.এস. এবং আর.এস. দাগ নং ৩৬৪৪, সি.এস. খতিয়ান নং ১৬৫৭, তৎসহ আর.এস. খতিয়ান নং ২২০৭-এ, কলকাতা পুরনিগমের আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ১২৪, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৮২৮, এম.জি. রোড, থানা - হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৬৩, জেলা ও এডিএসআর অফিস আলিপুর-এ অবস্থিত, ২০১৬ সালের বিক্রয় দলিল নং ৫০৬৯ অনুযায়ী। উক্ত ভবনটির চৌহদ্দি: **উত্তরে:** আর.এস. দাগ নং ৩৬৪৪-এর অংশবিশেষ (চন্দ্র শেখর আচার্যের বাড়ি), **দক্ষিণে:** আর.এস. দাগ নং ৩৩৪ (যাদব দত্ত এবং মিঃ চন্দুর বাড়ি), **পূর্বে:** আর.এস. দাগ নং ৩৬৪৪-এর অংশবিশেষ, **পশ্চিমে:** ১৮ ফুট কেএমসি রাস্তা। **(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)**	সম্পত্তি দেখতে স্ক্যান করুন **ক) ২৫,৪৯,০০০.০০ টাকা** (মাত্র পঁচিশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার টাকা) **খ) ২,৫৪,৯০০.০০ টাকা** (মাত্র দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয়শত টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (মাত্র দশ হাজার টাকা) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্র্যাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ ২,৫৪,৯০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে** উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা দিতে হবে।
৪.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক,** অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) শ্রীমতী সাধনা সিং (সহ-ঋণগ্রহীতা / মনীশ কুমার সিং-এর আইনি উত্তরাধিকারী),** ২৪/০৯, ইউনিট নং ০৩, পিএনকে জয় হিন্দ নগরের কাছে, পোঃ - নিমপুরা, থানা - খড়গপুর (টাউন), জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৩০৪। **শ্রী নবীন কুমার (মনীশ কুমার সিং-এর আইনি উত্তরাধিকারী),** এল/২৪/০৯, ইউনিট নং ০৩, পিএনকে জয় হিন্দ নগরের কাছে, পোঃ - নিমপুরা, থানা - খড়গপুর (টাউন), জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৩০৪।	**ক) ৩৩,৩৭,৯১৫.২২ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার নয়শত পনেরো টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র) তৎসহ **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৮.১০.২০২৫** **গ) ১৯.১২.২০২৫**	জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, এডিএসআর অফিস ও খড়গপুর পুরসভা, হোল্ডিং নং ৫২১/৪০৩/৪, মৌজা - ইন্দা, জে.এল. নং ২৩২, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৪২, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৭৭৫, আর.এস. প্লট নং ২১৪২, এল.আর. প্লট নং ৫৩২৮, জমির শ্রেণী - বাস্তু-তে ৪.২২ শতক জমির উপর নির্মিত ১৫২০ বর্গফুট পরিমাপের একটি দোতলা ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি: **উত্তরে:** আর.এস. প্লট নং ২১৩৯ দ্বারা, **দক্ষিণে:** ১০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, **পূর্বে:** আর.এস. প্লট নং ২১৪২ দ্বারা, **পশ্চিমে:** আর.এস. প্লট নং ২১৪২ দ্বারা। **(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)**	সম্পত্তি দেখতে স্ক্যান করুন **ক) ৩৭,৭৩,০০০.০০ টাকা** (মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা) **খ) ৩,৭৭,৩০০.০০ টাকা** (মাত্র তিন লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিনশত টাকা) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্র্যাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ ৩,৭৭,৩০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে** উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা দিতে হবে।

ক্র. নং.	ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম এবং ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (বকেয়া সুদ সহ) খ) ১৩(২) ধারার অধীনে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) ১৩(৪) ধারার অধীনে দখল নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, ব্রাঞ্চ এবং আঞ্চলিক অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
৫.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক,** অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স রূপায়ণ মার্বেল অ্যান্ড প্লাম্বিং (ঋণগ্রহীতা),** স্বত্বাধিকারী: আরিফ মণ্ডল, চারঘাট বাজার, থানা - স্বরূপনগর, মসলন্দপুর, চারঘাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ২৮৯। **শ্রী আরিফ মণ্ডল,** পিতা: রবিউল মণ্ডল; **মোমেনা মণ্ডল,** পিতা: মুজিবুর মণ্ডল; **রবিউল মণ্ডল,** পিতা: খয়েরুল মণ্ডল। সকলের ঠিকানা: নিমতলা, মসলন্দপুর, থানা - হাবড়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, মসলন্দপুর, পিন-৭৪৩ ২৮৯।	**ক) ৬৪,৩৫,৪৬০.১৩ টাকা** (চৌষট্টি লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশত ষাট টাকা এবং তেরো পয়সা মাত্র) তৎসহ **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৬.১১.২০২৪** **গ) ৩০.০১.২০২৫**	মসলন্দপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা - হাবড়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩২৮৯, মৌজা - মসলন্দপুর, তৌজি নং ১৪, হাল ২১৫৯, রে.সা. নং ২১৮, খতিয়ান নং ২৭৩ (বর্তমানে খতিয়ান নং এল.আর. ২৭৩০ এবং এল.আর. ২৭৫২), দাগ নং ৬৮২-এ অবস্থিত দোতলা ভবন সহ জমির ইক্যুইটেবল মর্টগেজের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। মালিকগণ: রবিউল মণ্ডল ও মোমেনা মণ্ডল। সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ: **উত্তরে:** রাস্তা দ্বারা, **দক্ষিণে:** মহিউদ্দিন সর্দারের সম্পত্তি দ্বারা, **পূর্বে:** এমদাদ সর্দারের সম্পত্তি দ্বারা, **পশ্চিমে:** রফিক সর্দারের সম্পত্তি দ্বারা। **(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)**	সম্পাপ্ত দেখতে স্ক্যান করুন **ক) সম্পত্তি

সপা'র ২৬ আসনের প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস

ড্যামেজ কন্ট্রোলে অখিলেশ

লখনউ, ২৫ নভেম্বর: প্রথমে মাত্র ২৬ আসনের প্রস্তাব। তারপর একতরফা পাঁচ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দেওয়া। উত্তরপ্রদেশে জোট আলোচনার মধ্যে সমাজবাদী পার্টির কার্যকলাপে যারপরনাই ক্ষুব্ধ কংগ্রেস। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের সাংসদ ইমরান মাসুদ বলছেন, 'আমরা তো ভিখারি নই।' পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে আসরে নেমেছেন খোদ অখিলেশ যাদব। তিনি বলছেন, কংগ্রেসকে যে ২৬ আসন ছাড়া হয়েছে, সেটা প্রাথমিক পর্বের। তার মানে এই নয় যে হাত শিবির মাত্র ২৬ আসনই পাবে।



সমাজবাদী পার্টির ওই আচরণে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস শিবির। কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি ইমরান মাসুদ বলেন, 'এভাবে নিজের জোটশরিকের সঙ্গে লড়াই করে আপনি হাসিল করবেন? এটা তো জোটই নয়। জোটে তো সঙ্গীরা থাকে। বিক্ষুকরা নয়।' ইমরান মাসুদ সাফ বলছেন, 'আমরা কোনও ভিক্ষা চাইছি না। আমরা আমাদের ভাগ চাইছি।' ইমরানের সাফ কথা, 'প্রার্থী তালিকা আমাদেরও তৈরি। আমরা শুধু জোটের কথা ভেবে ঘোষণা করছি না।'

কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি দু'পক্ষই জোটে আগ্রহী। দুই শিবিরই প্রকাশ্যে বলছে জোটের ব্যাপারে তাঁরা আন্তরিক। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রকাশ্যে মতের মিল হলেও মনের মিল হচ্ছে না দুই শিবিরের। জোট আলোচনার শুরুতেই সমাজবাদী পার্টির কাছে ১৮১ থেকে কমে ১৩০টি আসনের প্রস্তাব দিয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু তাতেও পালটা 'অসম্মান'ই জুটেছে। কংগ্রেসকে ২৬টি আসনে লড়ার প্রস্তাব দিয়েছে সমাজবাদী পার্টি। শুধু তাই নয়, ওই নামমাত্র অফার দেওয়ার পর নিজেদের মতো করে পাঁচ আসনে প্রার্থীও ঘোষণা করে দিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব।

এদিকে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির টানাটানি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিজেপি। উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য ওই জোটকে 'ঠগবন্ধন' বলে কটাক্ষ করেছেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আসরে নেমেছেন খোদ অখিলেশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, শুধু ওই ২৬টি আসন নয়। কংগ্রেসকে আরও আসন ছাড়া হবে। অখিলেশ বলেন, 'প্রথম রাউন্ডের আলোচনায় কংগ্রেসকে ২৬ আসন ছাড়া হয়েছে। আগামী দিনে আরও আলোচনা হবে। কংগ্রেসকে বলব আরও আসনের তালিকা আনতে। আমরাও এমন অনেক আসন আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারব, যেখানে হয়তো আপনাদের জয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আপনারা হিসাবে ধরেননি।'

৩০ চেয়ে মিলল ১৭!

বিক্ষোভ অব্যাহত বাংলাদেশে



ঢাকা, ২৫ নভেম্বর: বাংলাদেশে পোশাকশ্রমিকদের দাবি ছিল, মাসে ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার বাংলাদেশি টাকা করতে হবে। তাঁদের বিক্ষোভের পরে মঙ্গলবার রাতে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছে প্রশাসন। সব পদেই মজুরি বৃদ্ধি হতে চলেছে। কিন্তু তাতে শ্রমিকদের দাবি মেটেনি। তার পরেই বুধবার সকাল থেকে আবার উত্তপ্ত গাজীপুর-সহ বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অংশ। বহু জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন পোশাকশ্রমিকেরা। তাঁদের বক্তব্য, মজুরি বৃদ্ধি করার পরে যা হয়েছে, তাতেও সংসার চালানো সম্ভব নয় না। সেই দাবিতেই চলছে ভাঙচুর, অবরোধ। বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমান পরিস্থিতিতে গাজীপুরের ৩৫টি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছেন মালিকেরা। বাংলাদেশে রেডিমেড পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ছিল ১২ হাজার ৫০০ বাংলাদেশি টাকা। সেই মজুরি বৃদ্ধি করার দাবিতে পথে নামেন শ্রমিকেরা। অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। মঙ্গলবার দীর্ঘ সময় বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের গঠন করা নতুন মজুরি বোর্ড। তার পরেই শ্রমিকদের মজুরি ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৭ হাজার টাকা করার কথা ঘোষণা করা হয়। বুধবার সকাল থেকে সেই দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা- টাঙ্গাইল জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন পোশাকশ্রমিকেরা। তার জেরে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। গাড়িতে আটকে ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। অনেকেই গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল থেকে জরুরি কাজে ঢাকায় যাচ্ছিলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছোনোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাতে যদিও কান দেননি বিক্ষোভকারীরা। অভিযোগ, জাতীয় সড়কে কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন জানিয়েছেন, বুধবার সকাল থেকে বেশ কিছু এলাকায় শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেছেন। কয়েকটি এলাকায় কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। তিনি জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে গাজীপুরে অন্তত ৩৫টি কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধের কথা ঘোষণা করেছেন মালিকেরা। উল্লেখ্য, অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলন চলছে বাংলাদেশে। অশান্তিও অব্যাহত পদ্মাপারে। দুষ্কৃতীদের হামলায় খুলনায় খুন হয়েছেন এক আওয়ামি নেতা। সব মিলিয়ে জোড়া অস্বস্তিতে ত্রস্ত তারেক।

মিস ইউনিভার্স জেনিফার ব্যারেটো



পুয়ের্তো রিকো, ২৫ নভেম্বর: 'মিস ইউনিভার্স ২০২৬' মুকুট উঠল পুয়ের্তো রিকোর জেনিফার ব্যারেটোর মাথায়। এবারের প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছিল ক্যারিবীয় সাগরের এই দ্বীপপুঞ্জেই। প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছেন ডমিনিকান রিপাবলিক ও ভেনেজুয়েলার প্রতিযোগী। ফিলিপিন্স ও নিউজিল্যান্ডের প্রতিযোগীরা যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন। উল্লেখ্য, পুয়ের্তো রিকোর এই তরুণী বিবাহিত এবং সাত বছর বয়সি কন্যাসন্তানের মা। শিক্ষাগত যোগ্যতার ঝুলিতে রয়েছে দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; মনোবিজ্ঞান এবং ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্কে।

এদিন তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন বিদায়ী মিস ইউনিভার্স মেক্সিকোর ফতিমা বশ। উল্লেখ্য, কুড়ি বছর বছর পরে পুয়ের্তো রিকোর প্রতিযোগীর মাথায় উঠল ব্রহ্মাণ্ড-সুন্দরীর মুকুট। শেষবার এই দেশ খেতাব জিতেছিল ২০০৬ সালে। যেহেতু এটা প্রতিযোগিতার ৭৫তম সংস্করণ, তাই ৩,১৫০টি হিরে খচিত নতুন মুকুট 'দ্য রেডিয়েন্স অব অ্যান ইটারনাল লেগ্যাসি' পরলেন নতুন 'ব্রহ্মাণ্ডের রানি'। আর সেই ভিডিও শেয়ার করে প্রতিযোগিতার অফিসিয়াল পেজে লেখা হয়েছে- 'নতুন রানি, নতুন যুগ! আমাদের নতুন মিস ইউনিভার্স জেনিফার ব্যারেটোকে অভিনন্দন। তিনি মুকুটটি পুয়ের্তো রিকোতে ফিরিয়ে এনেছেন!'

উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন কাজিয়া লিজ মেজো। কিন্তু তিনি প্রথম বারোজনের তালিকাতেই জায়গাই করে নিতে পারেননি। ইভনিং গাউন রাউন্ডের আগেই প্রতিযোগিতা থেকে তিনি ছিটকে গেলে এবারের মতো ভারতের আশা শেষ হয়ে যায়।

আয়বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে আয়বহির্ভূত সম্পত্তি থাকার অভিযোগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই) ও ইডি তদন্তের যে নির্দেশ এলাহাবাদ হাইকোর্ট দিয়েছিল, বুধবার তা বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ এলাহাবাদ হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশগুলি খারিজ করেছে। রাহুলের দাবি, অভিযোগকারী বিঘ্নেশ শিশির বিজেপি ও আরএসএস-এর সদস্য। এর আগেও তিনি বিদেশি নাগরিকত্ব-সহ নানা বিষয়ে রাহুলের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ও জনস্বার্থ মামলা করেছেন। আদালত ধারাবাহিক ভাবে হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করার এই বিষয়টি বিবেচনা করেনি। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, রাহুলকে এই মামলার একটি পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মামলাটি আবার হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হবে এবং একদম শুরু থেকে এর শুনানি করতে হবে। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, আদালত মামলার মূল অভিযোগের সত্যতা বা গুণাগুণ নিয়ে কোনও মন্তব্য করছে না। বরং শুনানির মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করাই এই রায়ের উদ্দেশ্য। মামলার অভিযোগকারী বিঘ্নেশ শিশির সুপ্রিম কোর্টে যুক্তি দিয়েছিলেন, এফআইআর দায়ের হওয়ার আগের পর্যায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য জানানোর কোনও সহজাত অধিকার নেই। এর জবাবে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী উল্লেখ করেন, নতুন ফৌজদারি আইন ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) অনুযায়ী, অভিযুক্তের বক্তব্য জানানোর পরিসর আগের তুলনায় অনেক বাড়ানো হয়েছে। রাহুলের আইনজীবী প্রসন্ন এস আদালতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চের অতীত নির্দেশগুলির তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর প্রধান অভিযোগ, রাহুলকে মামলার একটি পক্ষ হিসেবে মান্যতা না দিয়ে, তাঁর কোনও বক্তব্য না শুনেই সিবিআই ও ইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী। তিনি আরও দাবি করেন, কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ বা যুক্তি ছাড়াই হাইকোর্ট একটি 'ফিশিং' এক্সপিডিশন বা উদ্দেশ্যহীন তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। তা ছাড়া কোনও কারণ ছাড়াই বিচারকের খাসকামরায় শুনানি হয়েছে এবং নথিপত্র খামবন্দি রাখা হয়েছিল।

DUBRAJPUR PANCHAYAT SAMITI
DUBRAJPUR BIRBHUM

Abridged Notice Inviting NIQ
ENIQ No - 21/DPS/2026(CSR 2025-26) (3rd Call)
Memo No - 879/DPS/2026 Dated- 23/11/2026

Executive Officer, Dubrajpur Panchayat Samiti invites NIQ for 1(one) nos of NIQ closed on 30.11.2026 at 1.00 PM. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website tenders.wb.gov.in

Sd/- Executive Officer
Dubrajpur Panchayat Samiti
Dubrajpur, Birbhum

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওপেন ই-টেন্ডার

নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ: ২১/১১/২০২৬। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in লিঙ্কের মাধ্যমে দেখা যাবে। এই ধরনের ই-টেন্ডারের জন্য অফারগুলি শুধুমাত্র www.ireps.gov.in→login→E-Tender Stores/Supply লিঙ্কের মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে জমা দেওয়া যাবে। বিক্রেতাগণ কোনো নির্দিষ্ট টেন্ডার বা আই-আরইপিএস সংক্রান্ত তথ্যের বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন: ডেপুটি সিএমএম/এম-১/সিএলডব্লিউ/ চিত্তরঞ্জন, ৯১৬৩৩৪০৭০৭ অথবা এএমএম/এম, ৯১৬৩৩৪০৭০৬। **কার্যালয়ের ঠিকানা:** পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন-এর কার্যালয়। **ক্র. নং.; টেন্ডার নং; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; বায়না অর্থ জমা (টাকায়); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আই-এসটি) (নিম্নরূপ):** [১]; Q82৬৩৭৭৪৩; ইকিউ মাউন্টিং, রুফ, কেবল লেয়িং, কানেকশন, ভিবি, ভিসি, টেস্টিং সেকশনের জন্য বাইফারকেটেড রিভেটস পিওএম, স্পেসিফিকেশন নং: সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/১৮২ অল্ট-৪ অনুযায়ী [সংযুক্ত সেটের বিবরণ অনুযায়ী প্রতিটি সেট ০৬ (ছয়)টি আইটেম নিয়ে গঠিত]। **[ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৭২ মাস]; ৫০.০০ সেট; ০.০০ টাকা; ১০/১২/২০২৬ সকাল ১১:০০ টায়।** [২]; Q82৬৩৭২১৩; সিকাফ্লেক্স ২৫২, [শেল্ফ লাইফ - ১২ মাস]। স্পেসিফিকেশন নং: সিএল-ডব্লিউ/এমএস/ ০৩/১৫১ অল্ট.বি। **[ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ১২ মাস]; ১৫০.০০ লিটার; ০.০০ টাকা; ১৭/১২/২০২৬ সকাল ১১:০০ টায়।**

PR8/552 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন

আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways -তে

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-টিটিআর-এইচডব্লুএইচ-ডিআইভি-২৬-২৭, তারিখ ২৩.১১.২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১-এর কর্তৃক টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-টিটিআর-এইচডব্লুএইচ-ডিআইভি-২৬-২৭-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের নাম ঃ হাওড়া ডিভিশন - এসঅ্যান্ডটি সংক্রান্ত কাজ - হাওড়া ডিভিশনের জন্য বিস্তারিত এসঅ্যান্ডটি সাব-এস্টিমেট-টিটিআর (এফএস+ টিডব্লিউএস+ডব্লিউসিএমএসসি) ৬০ কেজি ১ ইন ১২ - ৮৬ সেট।টেন্ডারের ধরণ ঃ ওপেন; বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ₹ ২,৬০,২৪,২২১.০০; বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটী (টাকা) ঃ ₹ ৫,২০,৫০০.০০; টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা) ঃ ₹ ০.০০; বিডিং সিস্টেম ঃ একক প্যাকেট; টেন্ডার শুরুর তারিখ ঃ ০২.১২.২০২৬; প্রস্তাবের বৈধতা (দিন) ঃ ৬০; সমাপ্তির মেয়াদ ঃ ১২ মাস। টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ ২৩.১১.২০২৬, সন্ধ্যা ৫টা ৩৩ মিনিট; টেন্ডার শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১২.২০২৬, দুপুর ৩টায়। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে। টেন্ডারদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত টেন্ডার শুধুমাত্র শেষের তারিখ ও সময় পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। HWH-466/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of one side guard wall and Boundary wall around the Library Premises at Nabin Pathagar in Ward no-06, within Bongaon Municipality. Guard wall Length=30.0 Mtr & Boundary wall Length =108.50 Mtr.

Tender reference: WBMAD/NIeT/77/BM/2026-27/PWD
Date: 25.11.2026
Tender ID: 2026_MAD_1050105_1

1. Bid Submission Start date- **25.11.2026 at 18.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **07.12.2026 at 14.00 PM.** 3. End date-**10.12.2026 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date- **12.12.2026 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

office of The
THE HARIDASMATI GRAM PANCHAYAT
Vill: Krishnamati, P.O:Balarampur, P.S- Berhampore, Murshidabad.

NIeT. No. 04/15th CFC/HGP/2026-27, Memo No. 436/En/HGP/2026 Dated- 23/11/2026 Date of publishing: **25/11/2026 from 6.30 p.m** on **htpp://tenders.wb.gov.in** Bid downloading starts from: **25/11/2026 from 6.30 p.m.** Bid Downloading ends : **02/12/2026 up to 6.30 p.m** Last date of Bid submission: **02/12/2026 up to 6.30** p.m Technical Bid opening date: **05/12/2026 at 12.00 p.m**

For details logon to **htpp://tenders.wb.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Executive Assistant
Haridasmati G.P,
Berhampore Block

BONGAON MUNICIPALITY

A. Renovation of the Total Library Building including its toilet block at Nabin Pathagar in Ward no-06, within Bongaon Municipality. **B.** Installation of a water pump and provision of a safe Drinking water facility at Nabin Pathagar in Ward no-06, within Bongaon Municipality

Tender reference: WBMAD/NIeT/78/BM/2026-27/PWD
Date: 25.11.2026
Tender ID: 2026_MAD_1050126_1, 2026_MAD_1050126_2

1. Bid Submission Start date- **25.11.2026 at 18.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **30.11.2026 at 14.00 PM.** 3. End date- **03.12.2026 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date- **05.12.2026 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/Enit-04/2026-27 dated 17.11.2026 & WBBIR/SURI-II DEV/Enit-7/2026-27 dated 20.11.2026.

E-Tender is hereby invited by the E.O., Suri-II Panchayat Samiti & Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Dev. Block/ Panchayat Samiti. Last date for bid submission is **01.12.2026 & 05.12.2026** respectively.

Details are available on https://www.tenders.wb.gov.in

Sd/- Executive Officer, Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum & Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum

BONGAON MUNICIPALITY

Constructional renovation libary.

Tender reference: WBMAD/NIeT/79/BM/2026-27/PWD
Date: 25.11.2026
Tender ID: 2026_MAD_1050133_2

1. Bid Submission Start date- **25.11.2026 at 17.00.** 2. Prebid meeting date- **03.12.2026 at 14.00.** 3. End date- **09.12..2026 at 14.00.** 4. Bid opening date- **11.12.2026 at 14.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

DASPUR-I DEVELOPMENT BLOCK

NOTICE INVITING E-TENDAR 2nd Call
WBPMID/DAS-I/BDO/NIT-18/26-27, Memo No-3205, Date-23.11.2026

Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Development Block. Bid Submission Start Date : **26/11/2026.** Bid Submission End Date : **04/12/2026** and Bid Opening Date : **08/12/2026.** For Details Please Visit website **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Daspur-I Development Block
Daspur :: Paschim Medinipur

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: **-03/15th FC-UNTIED/ 2026-2027 With Vide Memo No. 195/R-II GP/2026, Dated:-** 23-11-2026, The Last date for online submission of tender is **07-12-2026 upto 02.00 P.M.** For details, please visit website: - **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/ Executive Assistance in charge Rampara-II Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৯-২০২৬-২৭ তারিখঃ ১৮.১১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক টেন্ডার নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৯-২০২৬-২৭-এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের নাম ঃ 'কোমাগাতা মারু বজবজ - বালিগঞ্জ জংশন-বিধাননগর রোড এবং শিয়ালদহ-দমদম-বালি হল্ট শাখায় পুরাতন ও অতি-পুরাতন এবং সহজে বিকল হওয়া কন্টাক্ট ওয়্যার এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জামসহ প্রতিস্থাপন' সংক্রান্ত ২৫ কেভি ওএইচই এবং সংশ্লিষ্ট কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ১,৬৩,৪৯,০৩৬.০০; টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ শূন্য; বায়না অর্থ ঃ ₹ ৩,২৭,৩০০.০০; সমাপ্তির মেয়াদ ঃ গ্রহণপত্র জারির তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময়ঃ ১৫.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে জারি করা সংশোধনীর বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

SDAH-319/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ১০.১২.২০৬ তারিখ বিকেল ৩ টেয় ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডারটি ১০.১২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **টেন্ডার নং.: এমইডি_কেজিপি_ডায়ালিসিস_২৯৮এ; কাজের বিবরণ :** ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুরে ডায়ালিসিস ইউনিট স্থাপনের (প্রতিষ্ঠা, ব্যবস্থা এবং পরিচালনা) কাজ; **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ৬,৪৬,৬৮,০০০.০০ টাকা; বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন : ১২,৯৩,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ৬০ মাস; **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ :** ২৬.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ১০.১২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টে পর্যন্ত। **খোলার তারিখ :** ১৫.১২.২০২৬ বিকেল ৩ টে ৩০ মিনিট। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য :** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।

(PR-1045)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন: ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ | ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

WB-HMC/NIT/ED/35/EE-II/26-27 **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি (২য় আহ্বান)** তারিখ: ২৩-১১-২০২৬

এইচএমসি এলাকার অধীনে ৪৭ ও ৪৮ নং ওয়ার্ডে ধাড়সা মিলনী পাঠাগার থেকে অরূপপাড়া মিলন সংঘ হয়ে একতা মোড় পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়নের জন্য অনুরূপ প্রকৃতির কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন খ্যাতনামা, সামর্থ্যবান ও প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট থেকে নির্ধারিত ফর্মে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার পোর্টাল https://wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ: ১৮.১২.২০২৬ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত। কোনো কারণ ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার এইচএমসি কর্তৃপক্ষের সংরক্ষিত থাকবে।

120(3)/26-27 সেক্রেটারি
25.11.26 হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

HOOGHLY ZILLA PARISHAD

Tender Ref No.: e-NIT- 041 & 017/2, 19/3, 023/3, 027/3 of 2026-27

e-Tender (online) is invited from reputed and resourceful contractors for repair of building & repair of road works within Hooghly District. Closing date of bid submission are **09.12.2026 & 02.12.2026.**

For further details, please log on to: **https://tenders.wb.gov.in**

Memo No: - 331(3)/HD/ICA/ADVT, Date:- 25/11/2026

Sd/- District Engineer
Hooghly Zilla Parishad

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE(E/M)SWTP/T-15 of 2026-27

Online two part percentage premium e-tender on turn-key basis is invited by the Executive Engineer (E/M)/SWTP, E/M Sector, KMDA, Thakurbati Street, Serampore, Hooghly-712201, from the agencies having successfully completed the work of repairing of shutter gate in any WTP/ CWPS/ RWPS/booster pumping station, for the work, **Name of the work, Estimated Amount, Earnest Money deposited, Time of Completion**, Complete overhauling and repairing work of shutter gate located at Sub station, Electrical store, Central store, CWPS store with tit bit repairing work under SWTP, KMDA., Rs.2,05,754/-, Rs.4,200/-, 07 days, **Last date & time of online Tender submission:** 07.12.2026 upto 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-777)**

www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T20210(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE(E/M)SWTP/T-16 of 2026-27

Online two part percentage premium e-tender on turn-key basis is invited by the Executive Engineer (E/M)/SWTP, E/M Sector, KMDA, Thakurbati Street, Serampore, Hooghly-712201, from the agencies having successfully completed the work of repairing & overhauling of pump & motor in any WTP / CWPS / RWPS/booster pumping station which delivers surface resource-based potable water under Government / Govt. Undertaking / Autonomous Bodies / Semi-Govt. / Statutory Bodies / Local Bodies, for the work, **Name of the work, Estimated Amount, Earnest Money deposited, Time of Completion**, Overhauling & repairing of two nos pump & motor set 40 HP rating at TS 06 (bay no 03) & TS 08 (bay no 03) pump house with supply, fitting & fixing of spares under Integration/ SWTP, KMDA., Rs.4,79,788/-, Rs.9,900/-, 10 days, **Last date & time of online Tender submission:** 07.12.2026 upto 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-778)**

www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T20211(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 10/EE/BPPD-II/E&AM/ KMDA of 2026-27

Online e-tender is invited by Executive Engineer, BPPD-II, E&AM Sector, KMDA, KIT Market Complex, Jadavpur, Kolkata-700032, from reliable, resourceful, bonafide, eligible firms / companies / individual / Joint Venture agencies, for the work, **Name of Work, Estimated cost, Earnest money, Time of Completion,** Annual maintenance of Melar Math in Patuli Block-E at Baishnabghata, Patuli Township (2nd Call)., Rs.1,89,847/- (Including GST & LWC), Rs.3,800/-, 01 year, **Last date & time of online Bid Submission:** 04.12.2026 Time: 15.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-775)**

www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T20209(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

DATE CORRIGENDUM

WBPWD/SSEKHEC/CKHED/eNIT05/26-27 e-Tender being invited by the SEKHEC, PWD KIT Annex Building, 5th Floor, Kolkata-73 from the eligible contractors for Day to day operation of 8 nos. lifts installed at Dr. B.C.ROY Memorial Building under NRS Medical College & Hospital, Kolkata. (For the period of one year). **Tender ID :- 2026_WBPWD_50 79726_1. Last date of submission: - 04.12.2026 03:30 P.M.** may be seen at **https://wbt

Ministry of Road Transport and Highways
Government of India

ভারতীয় জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ
ভারত সরকার

Government of West Bengal

ডবল ইঞ্জিন সরকার, দ্বিগুণ গতি—নতুন সড়ক, নতুন গতি, নতুন উন্নয়নের দিশা

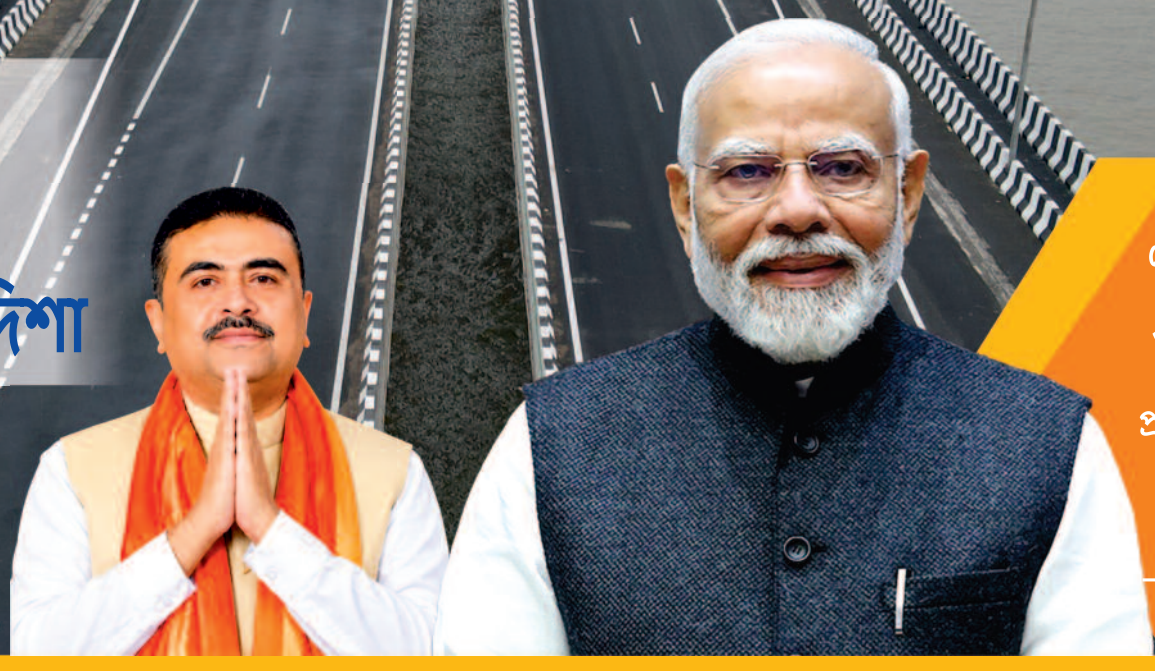

> যেকোনো দেশের উন্নয়নের যাত্রায় পরিকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রগতি, কর্মসংস্থান ও শিল্পের প্রসারের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।
>
> — প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

৮,৭০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ২২টি সড়ক প্রকল্পের
শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত

শিলান্যাস

রামনগর বাইপাস-সহ চাউলখোলা থেকে অলংকারপুর পর্যন্ত NH-116B -এর প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ৮১২.৫০ কোটি টাকা)

ঠাকুরনগর থেকে নাচিন্দা পর্যন্ত NH-116B -এর প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ৪৬৯.৩৫ কোটি টাকা)

নামখানা থেকে বকখালি পর্যন্ত NH-12-এর প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ২৩৭.০৭ কোটি টাকা)

ভীমগড় থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত NH-14-এর মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ২৫৭.০৫ কোটি টাকা)

মল্লারপুর থেকে নলহাটি পর্যন্ত NH-14 -এর মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১০০.২৯ কোটি টাকা)

সুরুল থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত NH-114 -এর মজবুতিকরণ এবং পুরন্দরপুর থেকে রঙাইপুর পর্যন্ত সড়ককে দুই লেনে উন্নীতকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১৫১.৩২ কোটি টাকা)

NH-116B-এর নরঘাটে বৃহৎ সেতু নির্মাণ
(প্রকল্প মূল্য - ২৩১.৭১ কোটি টাকা)

মন্তেশ্বর–দাঁইহাট সড়কের (মন্তেশ্বর থেকে দাঁইহাট মোড় পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১৫১.৯৯ কোটি টাকা)

বর্ধমান–কাটোয়া সড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১৭২.২৯ কোটি টাকা)

রঘুনাথপুর–চন্দনকিয়ারি–চাস সড়কের (গোয়াই নদী চেকপোস্ট পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ,
(প্রকল্প মূল্য - ২৩৫.২৬ কোটি টাকা)

মগরা–সুলতানগাছা–খানপুর –দশঘরা সড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১৮৭.৩৩ কোটি টাকা)

বিষ্ণুপুর–বেলিয়াঘাটা সড়কের (লাঙলপোতা থেকে কাঁচকল পর্যন্ত) সেতু-সহ প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১৫৪.৮০ কোটি টাকা)

এসটিকেকে (STKK) সড়কের (বান্দেবাজ, গুপ্তিপাড়া থেকে কাটোয়া পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ২৯১.৬৪ কোটি টাকা)

জুবিলি মোড় থেকে রুনাকুড়াঘাট পর্যন্ত সড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ২০৫.২০ কোটি টাকা)

রঘুনাথপুর–চেলিয়ামা সড়কের (ট্রাফিক মোড় থেকে পাকুড়ি মোড় পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ১৮২.৭১ কোটি টাকা)

আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদীর উপর কালিপুর থেকে দৌলতপুর সংযোগকারী নতুন সেতু নির্মাণ
(প্রকল্প মূল্য - ৩৭৫.৭৮ কোটি টাকা)

সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-12 -এর বারাসত–কৃষ্ণনগর–বহরমপুর অংশে ২০টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ
(প্রকল্প মূল্য - ৭৬৭ কোটি টাকা)

সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-12 -এর বহরমপুর–ফারাক্কা–রায়গঞ্জ–ডালখোলা অংশে ২৫টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ
(প্রকল্প মূল্য - ৬৯০ কোটি টাকা)

সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-19 -এর বরওয়াড্ডা–পানাগড় অংশে ১২টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ
(প্রকল্প মূল্য - ২৭৭ কোটি টাকা)

সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-১২-এর বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের মজবুতিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ৭৮ কোটি টাকা)

জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত



১৯ নং জাতীয় সড়কের পালসিট থেকে ডানকুনি অংশের ৬-লেন প্রশস্তিকরণ
(প্রকল্প মূল্য - ২১৯৩ কোটি টাকা)

ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত ৪-লেন বিশিষ্ট সেতু
(প্রকল্প মূল্য - ৫২১ কোটি টাকা)



উদ্বোধন করবেন

নিতিন গডকরী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

এবং

শুভেন্দু অধিকারী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
সভাপতিত্বে

বৃহস্পতিবার, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ টা , কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকল্পগুলির প্রধান সুবিধাসমূহ

- নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন স্থানীয় যাতায়াত নিশ্চিত করতে NH-12 ও NH-19 এর উপর ৫৭টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ
- NH-116B-এর উপর রামনগর বাইপাস নির্মাণে শহরের যানজট হ্রাস ও যান চলাচল সুগম
- দ্রুত ও সর্ব ঋতুতে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নরঘাট ও দ্বারকেশ্বর নদীর উপর ২টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ
- দুই লেনের সড়ক উন্নয়ন ও বাইপাস নির্মাণের মাধ্যমে যাত্রার সময়ে আধ ঘণ্টা সাশ্রয়
- NH-12, NH-19 এবং রাজ্য সড়কের দুর্ঘটনাপ্রবণ অংশগুলিতে নিরাপদ যাত্রা
- দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর ও বকখালিতে পর্যটন ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার
- ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী গোয়াই নদী চেকপোস্ট পর্যন্ত আন্তঃরাজ্য পণ্য পরিবহণে সময়ের সাশ্রয়





গৌরবময় উপস্থিতি

অজয় টামটা
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ মন্ত্রক

সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

হর্ষ মালহোত্রা
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

মাননীয় সাংসদ

শমীক ভট্টাচার্য
ডা. শর্মিলা সরকার
খগেন মুর্মু
জগন্নাথ সরকার
কীর্তি আজাদ ঝা
সামিরুল ইসলাম

অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়
জ্যোতির্ময় সিং মাহতো
ইশা খান চৌধুরী
মহুয়া মৈত্র
কার্তিক চন্দ্র পাল
বিশ্বজিৎ সিনহা (রাহুল সিনহা)

সৌমেন্দু অধিকারী
অরূপ চক্রবর্তী
খলিলুর রহমান
সৌগত রায়
পার্থ ভৌমিক
রুক্মিণী মল্লিক

জুন মালিয়া
বাপী হালদার
রচনা ব্যানার্জী
ইউসুফ পাঠান
মহম্মদ নাদিমুল হক
সুখেন্দুশেখর রায়

অসিত কুমার মাল
শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিন্‌হা
সৌমিত্র খাঁ
বাবুল সুপ্রিয় বরাল
ডেরেক ও'ব্রায়ান
রাজীব কুমার

শতাব্দী রায়
মিতালি বাগ
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মমতাবালা ঠাকুর
দোলা সেন
সাগরিকা ঘোষ

CBC 37107/13/0027/2627

FOR LIVE STREAMING : www.facebook.com/nitingadkary https://twitter.com/nitin_gadkari www.youtube.com/c/NitinGadkariOfficial

শুধু সড়কই নয়, জাতি গঠনে রত